# বাংলা সাহিত্যে মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের জীবন-ভাবনা

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
466274

466274

গবেষক ঃ মোঃ মনিরুজ্জামান
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

M.

466274

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

DULIB

Dhaka University Institutional Repository

# প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, **মোঃ মনিরুজ্জামান,** বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত "বাংলা সাহিত্যে মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের জীবন ভাবনা" গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত হয় নি এবং এর কোন অংশ কোথাও প্রকাশিত হয় নি। আমি অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদানের জন্য অনুমোদন করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

রাজিয়া সুলতানা ১৫.৬.০৬

ডঃ রাজিয়া সুলতানা

অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

466274

## —ঃ প্রসঙ্গ কথা ঃ—

কিশোর কালেই আমি মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের 'উন্নত জীবন' ও 'মহৎ জীবন' প্রবন্ধগ্রন্থদ্বয় পাঠ করেছি। প্রবন্ধ পাঠ করে আমার মনে হয়েছিল এই ধরণের একটি আদর্শ জীবন দর্শন সম্পর্কে সকলের ধারণা থাকা উচিত। এম.এ পাস করার পর আমার সর্বদাই মনে হয়েছিল মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের সত্য, সুন্দর ও উদারতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জীবন দর্শনকে সর্ব-সাধারণকে জানানো উচিত। এই তাগিদ হতেই আমি 'বাংলা সাহিত্যে মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের জীবন ভাবনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির কাজ হাতে নিয়ে এম.ফি'লে ভর্তি হয়েছিলাম। গবেষণায় নামার পর আমার উপলব্ধিতে এসেছে আমি ঠিক কাজটিই করেছি। তাঁর 'প্রবন্ধ' ও 'উপন্যাসের' প্রত্যেকটি গল্পই যেন উপদেশমূলক ও সত্য, সুন্দর, উদার ও সহানুভূতিশীল জীবন যাপনের প্রতি উদাত্ত আহবান। মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের সাহিত্য যদি আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকতো তবে আমরা একটি বাস্তবানুগ আদর্শ জীবন দর্শনকে হারাতাম। তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে যতবেশি আলোচনা হবে ততই বাঙালি জাতি একটি সত্য, সুন্দর, যুক্তিবাদী, স্বার্থত্যাগী, সহিষ্ণু ও উদার জীবন যাপন প্রণালীর সাথে পরিচিত হতে পারবে। এই লেখককে নিয়ে আরও বড় ধরণের গবেষণা হউক – এই আমার প্রত্যাশা।

*Dhaka University Institutional Repository*

# —ঃ সূচীপত্র ঃ—


| নং | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১. | বাংলা সাহিত্যে মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের জীবন ভাবনা ঃ কিছু কথা | ০১ |
| ২. | মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের ব্যক্তিগত জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি | ০৪ |
| ৩. | মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের সাহিত্য কর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি | ০৭ |
| ৪. | প্রবন্ধে বর্ণিত মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের জীবন ভাবনার প্রধান প্রধান দিক | ১৩ |
| ৫. | উপন্যাসে বর্ণিত মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের জীবন ভাবনার প্রধান প্রধান দিক | ৩৪ |
| ৬. | শেষ কথা | ৪০ |
| ৭. | সহায়ক গ্রন্থ সমূহ | ৪৩ |

Dhaka University Institutional Repository



# বাংলা সাহিত্যে মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের জীবন-ভাবনা ঃ কিছু কথা

সাহিত্য, শিল্পকলা বা ধর্ম ইত্যাদির ইতিহাস আলোচনার সময় পটভূমিতে বিরাজিত সমাজ কাঠামোকে সর্বদা স্মরণে রাখা আবশ্যক। সমতলের অধিবাসী বাঙালিদের সঙ্গে পাহাড়ী অঞ্চলের চাকমা, খামিয়া, গারো, মারমা প্রভৃতি অঞ্চলের জাতি সত্তার সংহতি সাধনের প্রধান অন্তরায় সমাজ কাঠামো। বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি ও মনোজগত গঠনে সমাজ কাঠামোর অবদান অপরিসীম। তাছাড়া বাঙালির সংহতির আরেকটি প্রধান বাধা হিন্দু-মুসলমান বিভেদ। এই বিভেদটি বাস্তবে যতটা না তার চেয়ে বেশি করে দেখানো হয়। প্রকৃতিগতভাবে ও দৈনন্দিন জীবন ধারনে হিন্দু-মুসলমানের মিল অনেক। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অবিস্মরণীয় উক্তিটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোন আদর্শ কথা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।"

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চেতনায় হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধের মিলনের প্রশস্ত ভূমি রয়েছে। লোক সাহিত্যের সেরা কবি মনসুর বয়াতীর একটি চমৎকার বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে, "মনসুর বয়াতী কয় ভাইরে হিন্দু-মুসলমান এক দেশেতে বসত করি এক মায়ের সন্তান। একের মান বাঁচাইলে আরের মান বাড়ে। একের ঘরে আগুন লাইগ্যা সবের ঘর পুড়ে।" শুধু সাহিত্যে নয়, প্রচলিত ধর্মাচার ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি লক্ষ্য করলেও বিশ্বাসগত মিল আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করা যায়।

আবহমান এই বাঙালি মানসে পর্যায়ক্রমে বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব পড়ে আলাদা জীবন-ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। বাঙালি হিন্দু সেজন্য উত্তর প্রদেশের ও দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদের চেয়ে আলাদা। বাঙালি মুসলমানও ইসলামের মূল ধারাকে মেনে নিয়ে আনুসঙ্গিক আচার-আচরণ করে, যা শরিয়ত সমর্থন করে না। ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা জাতিগত বিভেদ এবং সম্প্রদায়গত প্রভেদ মনুষ্যত্বে ফাটল সৃষ্টি করে স্বাভাবিক জীবন যাপনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মই মানুষের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে। এই মরচেধরা ধর্ম সর্বস্ব চেতনায় সমাজ জীবন বিবেক ও যুক্তি-বুদ্ধিহীন হয়ে পড়ে। সমাজজীবনের এই মনুষ্যত্ববিহীন মরচেধরা চেতনাকে শানিত করে সঠিক ও স্বাভাবিক পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য এগিয়ে আসেন মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬)।

Dhaka University Institutional Repository


মানব কল্যাণ-বোধ লুৎফর রহমানের সাহিত্যিক মানস গড়ে তুলেছিল। সেই জন্যে তাঁর রচনায় আমরা মানব জীবনের মহিমা ও আদর্শের জয়গান লক্ষ্য করি। মানব জীবনের শাশ্বত সত্যের সন্ধানে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ শিল্পী। মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্রকে জ্ঞানে-কর্মে, ত্যাগে-সাধনায় এবং মহৎ চিন্তার দ্বারা উন্নত করতে পারে। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র পথই হলো এই বিশেষ উপলব্ধি। প্রত্যেকটি মানুষের নির্মল চরিত্রের মাধ্যমেই জাতির উন্নতির পথ সুগম হতে পারে। সত্য-সন্ধানী মানবের মধ্যে চরিত্র বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এই বোধটি লুৎফর রহমানের সাহিত্যিক জীবন পরিচালিত করেছে।

সামাজিক কল্যাণ বোধ লুৎফর রহমানের রচনার আর একটি বিশেষ প্রেরণা ছিল। ব্যক্তিজীবন ও চরিত্রের নির্মলতা থেকেই সমাজজীবনের কল্যাণ সাধিত হতে পারে – এই ছিল তাঁর অভিমত। সামাজিক কল্যাণ বোধ এবং পবিত্র ও উন্নত জীবন যাপনের মধ্যে মানব কল্যাণ নিহিত – এটাই তাঁর প্রবন্ধের মূল সুর। ব্যক্তি জীবনকে আদর্শায়িত করে কল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার মূল মন্ত্র। এই দিক থেকে এয়াকুব আলী চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর মতাদর্শ ও সাহিত্যিক মানবের মিল লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে উভয়ে উভয়ের বন্ধু ছিলেন এবং উভয়েরই সাহিত্যিক মানসও গড়ে উঠেছিল একই পরিবেশে।

সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি জীবনভর সত্য, সুন্দর ও মহত্ত্বের সন্ধান করে ফিরেছেন। অর্থাৎ সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের সাধনাই ছিল তাঁর সাহিত্যের আদর্শ। এই দিক বিচার করলে শরৎ চন্দ্রের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা যায়। তিনি যা বিশ্বাস করতেন অকপটে তা সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। সহজ, সরল, হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তিনি সত্য কথা নির্ভয়ে সহজভাবে বলতে পারতেন।

লুৎফর রহমান চিন্তাশীল প্রবন্ধ রচয়িতা ছিলেন। চিন্তার পরিচ্ছন্নতা তাঁর প্রবন্ধের অঙ্গধর্ম ছিল। 'উন্নত জীবন', 'মহৎ জীবন' ও 'মানব জীবন' তাঁর প্রবন্ধ পুস্তকের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদায় অভিষিক্ত। তাঁর বিশিষ্ট ভাবধারার পরিচয় বহন করছে উপরিউক্ত প্রবন্ধ পুস্তকগুলো। এগুলোর মধ্যে লেখক মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায় স্বরূপ জ্ঞানে-ধর্মে-কর্মে, অধ্যবসায়, উদ্যম, পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা ও চরিত্র বলে উন্নত জীবনের দিকে অগ্রসর হওয়ার আহবান জানিয়েছেন। ধৈর্য, পরিশ্রম ও সাধনা ব্যতীত কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তাই তাঁর অভিমত, "বড় মানুষ যাঁরা, তাঁদের গৌরব ও সম্মানের মূলে অনেক বছরের ধৈর্য ও সাধনা আছে।"

লুৎফর রহমানের উপন্যাসেও তাঁর আদর্শবাদের স্পর্শ পাওয়া যায়। মানব কল্যাণ বোধের বিকাশের প্রয়াস তাঁর উপন্যাসেরও লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য।

Dhaka University Institutional Repository


সংসার জীবনের কল্যাণ সাধনের অভিমত, "প্রীতি উপহার" উপন্যাসে ডাবি ও ননদের কথোপকথনে এবং "বাসর উপহার" এর দুই বন্ধুর সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করেছে। "রায়হান" উপন্যাসেও লেখকের আদর্শবাদ প্রকট। এখানেও জ্ঞান সাধনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাঁর মতে, জ্ঞানের দ্বারা মনকে চাষাবাদ করতে না পারলে ধর্ম পালন হয় না। না বুঝে লক্ষ লক্ষ পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করলেও কোন লাভ হয় না।

লুৎফর রহমান ছিলেন জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে নির্যাতিত মানবতার জন্য সমব্যথী বিগলিত হৃদয় দরদী লেখক। নির্যাতিত মানবতার জয়গানই তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য। তাঁর লেখনী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির নৈতিক মানস সৃষ্টিতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের অভাব, অনটন, অমর্যাদা, অশ্লীলতা, আত্মঅহমিকা, কুসংস্কার দর্শনে তিনি ব্যথিত হয়েছেন এবং ইসলামের মহান জীবন দর্শন অনুসরণের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ ও খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্য প্রেরণা দিয়েছেন।

ধর্ম পালন সম্পর্কে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান মনে করেন, "বাঙালি মুসলমান প্রকৃত ইবাদতের পথ থেকে বহু দুরে। তারা শুধু ইবাদতের ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে মাত্র। ধর্ম এদের প্রাণের সঙ্গে স্পর্শহীন আবৃত্তি বিষয়। এদের জীবনে কোন পাপ-পূণ্যের সংগ্রাম নেই। আত্মার বেদীতে অনুতাপের অশ্রু নেই, নিষ্পাপ, সত্যময়, শুদ্ধ, নিষ্কলংক জীবনের ধারনা এদের নেই। এরা মনুষ্যত্বের অতি নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছে, কোন মঙ্গলবাক্য এদের মৃত প্রাণে নাড়া দেয় না।" তাই মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেছেন, "যে মানুষ আত্মাকে শুদ্ধ ও পবিত্র করার চেষ্টা না করে ধর্মকার্যে লিপ্ত হয় সে ভন্ড।"

লুৎফর রহমান গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন, জ্ঞান মানুষের শক্তির অন্যতম উৎস। পাপ ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য তিনি সকলকে আহবান জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন, মনুষ্যত্ব লাভের পথ জ্ঞানের সেবা। জীবনের সকল অবস্থায় - সকল সময়ে আহার, স্নানের মত মানুষের পক্ষে জ্ঞানের সেবা করা প্রয়োজন। জাতিকে শক্তিশালী, শ্রেষ্ঠ, ধনসম্পদশালী, উন্নত ও সুখী করতে হলে শিক্ষা ও জ্ঞান বর্ষার বারিধারার মতো সর্ব সাধারণের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করতে হবে। লুৎফর রহমান মনে করেন, উগ্রতা ও দাম্ভিকতা নয়, বিনয় ও নম্রতা দ্বারাই সবার মন জয় করা যায়। উদারতা দ্বারাই পারস্পরিক লেনদেন চলাফেরা সহজ হয়।

লুৎফর রহমানের মতে, ঘরের লক্ষ্মী নারী। পুরুষের কর্মপ্রেরণা জোগায় নারী। তাই তিনি নারী জাতির উন্নতি ও বিকাশ কামনা করেছেন। তাঁর মতে, "শিক্ষিতা নারীর জ্ঞান ও চরিত্র শক্তি জাতিকে অতি অল্প সময়ে শক্তি ও আত্মমর্যাদা জ্ঞান সম্পন্ন করে তুলতে পারে।"

Dhaka University Institutional Repository



**মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের ব্যক্তিগত জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ**

**জন্ম ঃ**

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মাগুরা জেলার পারনান্দুয়ালী গ্রামে (মাতুলালয়ে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক বাড়ী একই জেলার হাজীপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ঃ ময়েন উদ্দীন জোয়ারদার, মাতার নাম ঃ বেগম শামসুন নাহার। বাল্যকালে তিনি মাতুলালয় পারনান্দুয়ালী গ্রামেই লালিত পালিত হন। কুমার নদীর তীরে বিচিত্র সৌন্দর্যের লীলানিকেতন এই গ্রামটিতে তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত। এই নদীতীরের দৃশ্য বাল্যকাল থেকেই তাঁর জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। তিনি অতি শৈশব কাল থেকেই খুব চিন্তাশীল ছিলেন এবং শোনা যায় তিনি মাঝে মাঝে এই নদীতীরে বসে মুগ্ধ নয়নে পারাপারের দিকে তাকিয়ে থাকতেন পরম বিস্ময়ে। মাঝে মাঝে বাড়ীর লোকজন তাঁকে খুঁজে না পেয়ে বিব্রত হয়ে পড়তেন। সম্ভ্রান্ত এই পরিবারে প্রতিপালিত হওয়ায় বালক লুৎফর রহমানের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই একটা সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয়।

লুৎফর রহমানের কৌলিক উপাধি ছিল জোয়ারদার। জোয়ারদার সম্ভবতঃ 'জোতদার' শব্দ থেকে উদ্ভুত। আসলেও এরা ছিলেন জোতদার বা সম্পত্তির মালিক। লুৎফর রহমানের আরও দুই ভাই ও এক বোন ছিলেন। তাঁর বংশতালিকা নিম্নরূপ ঃ

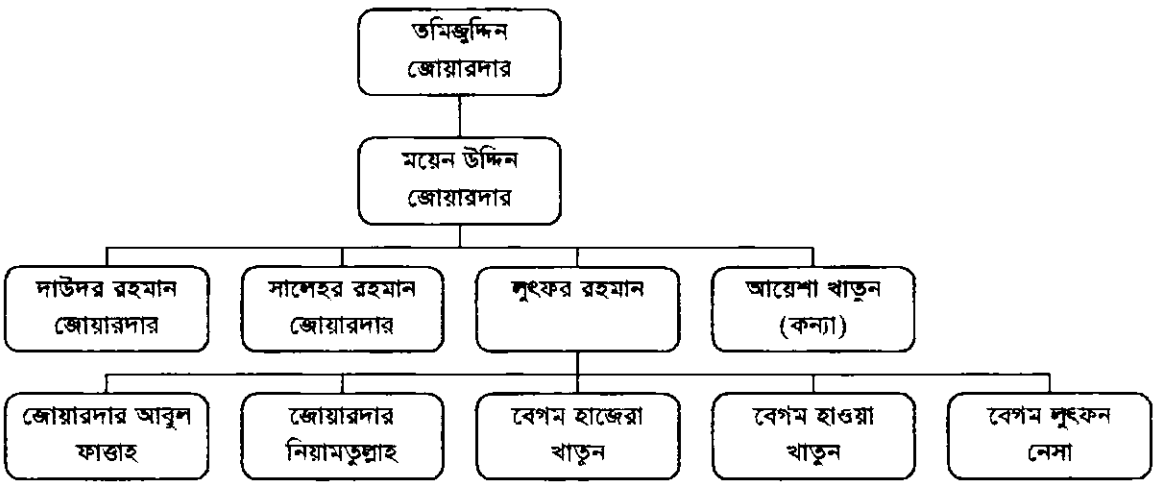


**শিক্ষা ঃ**

হাজীপুর গ্রামের মাইনর স্কুলে লুৎফর রহমানের বাল্যশিক্ষা শুরু হয়। এরপর মাগুড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃত্তিসহ সুনামের সঙ্গে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতা টেলর হোস্টেলে থেকে হুগলী মহসিন কলেজে এফ.এ ক্লাসে ভর্তি হন। এই হোস্টেলের কাছেই ইস্টালী বাজারে ছিল খ্রীষ্টান মিশনারীদের গীর্জা, পাঠাগার এবং প্রশাসনিক অফিস।

Dhaka University Institutional Repository


লুৎফর রহমান পাদরী সাহেবদের সাথে বন্ধুত্ব করে যেমন গ্রন্থ পাঠের সুযোগ পেলেন, তেমনি দেখলেন সমাজ নির্যাতিত নারী এমন কি পুরুষের দ্বারা প্রবঞ্চিত বেশ্যাদের পর্যন্ত খ্রীষ্টান সম্প্রদায় কিভাবে গ্রহণ করে সম্মানীত আসনে প্রতিষ্ঠিত করছে। যা হোক লুৎফর রহমান এফ.এ (আই.এ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। কারণ, পাঠ্য পুস্তক পড়ার চাইতে এ সময়ে সমাজ, জীবন ও জগতই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল সবচাইতে বেশী। সাহিত্যমনস্কতা তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার যথেষ্ট ক্ষতি করে। লুৎফর রহমানের পিতা ময়েন উদ্দিন আহমদ ভাল ইংরেজী জানতেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা বলেছেন, "তাঁর মুখে তাঁরা কোন দিন ইংরেজী ছাড়া কথা শোনেননি।" ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল।

বাড়ীতে বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ ও পত্রিকা রাখতেন এবং পুত্রদের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই তিনি ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করতে প্রয়াস পান। পরবর্তীকালে মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের রচনার মধ্যে যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও সমাজ জীবনের উপমা ও উদাহরণ অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয় তার মূল বোধহয় বাল্যের এই পাঠাভ্যাস। মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর হোমিওপ্যাথিক কলেজ থেকে হোমিও চিকিৎসা বিদ্যায় এইচ.এম.বি. ডিগ্রী লাভ করেন।

**বিবাহ ও সংসার জীবন ঃ**

এফ.এ পড়ার সময়েই মোহাম্মদ লুৎফর রহমান তাঁর নিজ গ্রামের আয়শা খাতুন নামের এক কিশোরীর প্রেমে পড়েন এবং বাবার অমতেই তাকে বিয়ে করেন। পরীক্ষায় ফেল করা ও বাল্য প্রেমের "বদখেয়ালের" জন্য লুৎফর রহমানের পিতা অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর লেখাপড়াই বন্ধ করে দেন। লুৎফর রহমান পাঠ্যপুস্তকের চার দেয়ালের বদ্ধ গন্ডী থেকে বেড়িয়ে এলেন সাহিত্যের মুক্ত অঙ্গনে। পাঠ নিলেন পল্লীর হাট-মাঠ-ঘাট থেকে, যেখানে নিষ্ট মানবতা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। শহর ছেড়ে গাঁয়ে এসে কুমার নদীর কুলকুল তানের সঙ্গে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করতে থাকেন কবিতা, গান। পিতার অমতে বিয়ে করায় লুৎফর রহমানের পিতা আরো অসন্তুষ্ট হলেন এবং এতই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যে, তিনি ছেলেকে ত্যাগ করে ক্ষান্ত হন।

**কর্ম জীবন ঃ**

লুৎফর রহমান এফ.এ অধ্যায়নকালেই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জের বি.এল ইনষ্টিটিউশনে সামান্য বেতনে কয়েক বছর সহকারী শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। বন্ধু সজ্জন এয়াকুব আলী চৌধুরীর আগ্রহে পরবর্তীতে চট্টগ্রামের জোরওয়ারগঞ্জ স্কুলে শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। এখানে তিনি ৭/৮ বছর কাল শিক্ষকতা করেন।

Dhaka University Institutional Repository



এই সময়ে নব দম্পতিকে অশেষ আর্থিক কষ্টের মধ্য দিয়ে, অনাহারে, অর্ধাহারে কালাতিপাত করতে হয়। সাহিত্য সাধনা ও সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনবার জন্যই তিনি শিক্ষকতা ব্রত ত্যাগ করে স্বপ্ন শহর কলিকাতায় চলে আসেন এবং ৫১নং মির্জাপুর স্ট্রীটে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী চিকিৎসা শুরু করেন। ১৫ বছর কাল তিনি এই ডাক্তারী করেছিলেন বলে শোনা যায়। নামের পদবীতে ডাক্তার লেখার তাৎপর্য এখানেই।

**জীবনাবসান ঃ**

আমাদের জনপ্রিয় সাহিত্যিক মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ মাগুড়া জেলার হাজীপুর গ্রামে নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেন।

Dhaka University Institutional Repository



**মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ**

১। লুৎফর রহমানের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ "প্রকাশ" কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশ কাল ঃ ১৯১৫ইং। এতে ৪০টি ক্ষুদ্র-বৃহৎ কবিতা সংযোজন করা হয়েছে। জনাব আবদুল কাদিরের মতে, 'প্রকাশ' প্রকাশের পর লুৎফর রহমান মাত্র দুটি কবিতা লেখেন।

২। লুৎফর রহমানের দ্বিতীয় গ্রন্থ "সরলা" উপন্যাস। প্রকাশ কাল ঃ ১৯১৮ইং।

৩। লুৎফর রহমানের তৃতীয় গ্রন্থ "উন্নত জীবন" প্রবন্ধ সংকলন। প্রকাশকাল ঃ ১৯১৯। প্রবন্ধ সংখ্যা ঃ ১৫টি, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৪।

**প্রবন্ধ সমূহ ঃ**

- জাতির উত্থান।
- ব্যক্তিত্ব ও শক্তির সফলতা
- অধ্যবসায়, পরিশ্রম, বিশ্রাম ও সহিষ্ণুতা।
- ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য।
- সাধনা ও পরিশ্রম।
- মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের আসন – নিজের শক্তি সাধনা
- কর্মে প্রাণ যোগ দৃঢ় ইচ্ছা
- পয়সা কড়ি
- জীবনের মর্যাদা
- চাকরী, কাজ-কাম ও ব্যবসা : উদ্যম, চেষ্টা ও পরিশ্রম
- চরিত্র ও চরিত্র শক্তি
- শারীরিক পরিশ্রম
- কথার মূল্য – প্রতিজ্ঞা রক্ষা
- উত্তপ্ত স্বভাব
- আদর্শ – জীবন্ত আদর্শ।

৪। 'রায়হান' উপন্যাস। প্রকাশকাল ঃ ১৯১৯, পরিচ্ছেদ সংখ্যা ঃ ৪৪, পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ৫৮।

৫। 'পথহারা' উপন্যাস। প্রকাশ কাল ঃ ১৯১৯, পরিচ্ছেদ সংখ্যা ঃ ৪৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৬।

৬। 'উচ্চ জীবন' প্রবন্ধ সংকলন। প্রকাশকাল ঃ ১৯২১-১৯২২, প্রবন্ধ সংখ্যা ঃ ০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৫।

Dhaka University Institutional Repository



**প্রবন্ধ সমূহ ঃ**

- নারী – পুরুষ
- শহর ও পল্লী জীবন
- জীবনের ব্যবহার
- পিতৃ-মাতৃ ভক্তি

৭। ছোটগল্প ঃ (১) পলায়ন, (২) রানী, (৩) অহিংসা, (৪) রাজপথ, (৫) অমাবশ্যা, (৬) রোমান্টিক বিয়ে, (৭) ফিরে যাও – ফিরে যাও'। এই সাতটি গল্প ১৯২১-১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'সাধনা', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'জয়ন্তী', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে।

৮। 'মহৎ জীবন' প্রবন্ধ সংকলন। প্রবন্ধ সংখ্যা ঃ ০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৩।

**প্রবন্ধ সমূহ ঃ**

- মহৎ জীবন
- কাজ
- ভদ্রতা

৯। 'প্রীতি উপহার' উপন্যাস। প্রকাশকাল ঃ ১৯২৭, পরিচ্ছেদ সংখ্যা ঃ ২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৭।

১০। 'মানব জীবন' প্রবন্ধ সংকলন। প্রকাশ কাল ১৯২৭, প্রবন্ধ সংখ্যা ঃ ১৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২০।

**প্রবন্ধ সমূহ ঃ**

- মানব চিত্তের তৃপ্তি
- আল্লাহ
- শয়তান
- দৈনন্দিন জীবন
- সংস্কার মানুষের অন্তরে
- জীবনের মহত্ত্ব
- স্বভাব গঠন
- জীবন সাধনা
- বিবেকের বাণী
- মিথ্যাচার
- পরিবার

Dhaka University Institutional Repository



- প্রেম
- সেবা
- এবাদত

১১। 'ছেলেদের মহত্ত্ব কথা' শিশু সাহিত্য। প্রকাশ কাল ঃ ১৯২৮। 'ছেলেদের কারবালা' শিশু সাহিত্য। প্রকাশ কাল ঃ ১৯৩১।

১২। 'রানী হেলেন' উপন্যাস। প্রকাশকাল ঃ ১৯৩৪, পরিচ্ছদ সংখ্যা ঃ ১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৪।

**লেখকের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ঃ**

১৩। 'বাসর উপহার' উপন্যাস। প্রকাশ কাল ঃ ১৯৩৬, কতগুলো ক্ষুদ্র গল্পের সংকলন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৯৩।

১৪। 'সত্য জীবন' প্রবন্ধ সংকলন। প্রকাশ কাল ঃ ১৯৪০।

১৫। 'নারী শক্তি' বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক ঃ ডাঃ লুৎফর রহমান।

১৬। 'ধর্ম জীবন' প্রবন্ধ সংকলন। ১৯৩৪ সালে লিখিত, প্রকাশকাল ঃ ১৯৭০, প্রবন্ধ সংখ্যা ঃ ২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৬।

প্রবন্ধ সমূহ ঃ

- ঈমান, ধর্ম, বিশ্বাস
- ধর্ম জীবন
- ঈশ্বরের অপমান
- ধর্মের ব্যাখ্যা
- আজগুবী গল্প
- ধর্মের জীবিত উৎস
- ধর্ম কী চোখে দেখলাম
- পাপ, মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম
- পবিত্র আত্মা
- ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার
- প্রভুর সংবাদ বহন
- আল্লাহর আদেশ, নরহত্যা করো না
- আল্লাহর আদেশ, মিথ্যা কহিও না
- প্রতিবেশীকে প্রেম করিও

- অন্নদান ও দুঃখের উপশম চেষ্টা
- প্রার্থনা
- সম্মানিত ব্যক্তি ও পন্ডিতের সঙ্গে নিঃস্বার্থ সাক্ষাৎ
- হাসপাতাল নির্মাণ
- পাপীর প্রতি ক্ষমতাশীলতা
- আত্মমর্যাদা জ্ঞান
- ক্রোধ এবং অহংকার
- প্রতিহিংসা

১৭। 'মহা জীবন' প্রবন্ধ সংকলন। প্রকাশ কাল ১৯৭৫, প্রবন্ধ সংখ্যা ঃ ১৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২০।

প্রবন্ধ সমূহ ঃ

- মহামানুষ ..... মহামানুষ কোথায়?
- মহিমান্বিত জীবন
- মহামানুষ
- যুদ্ধ
- স্বাধীন গ্রাম্য জীবন
- আত্মীয় বান্ধব
- সত্য প্রচার
- নিষ্পাপ জীবন
- উপাসনা
- নমস্কার
- তপস্যা
- তীর্থ মঙ্গল
- আত্মার স্বাধীনতার মূল্যবোধ
- মনুষ্য পূজা
- মন্দতাকে ঘৃণা

১৮। 'যুবক জীবন' প্রবন্ধ সংকলন। প্রকাশ কাল ঃ ১৯৮৭, প্রবন্ধ সংখ্যা ঃ ২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২১।

Dhaka University Institutional Repository



প্রবন্ধ সমূহ ঃ

- কথা আরম্ভ – যৌবনের ঔদ্ধত্য
- নরহত্যা
- পাপ প্রবৃত্তি
- কঠিন যুদ্ধপ্রিয় জীবন
- প্রেম ও যৌবন
- বাঁধন হারা
- যুবকদের কর্কশ কণ্ঠ ও অন্ধবুদ্ধি
- পরের বুদ্ধি
- যুবকের ভবিষ্যত চিন্তা
- যুবকদের নীতিহীনতা
- যুবকের ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ আত্মবিশ্বাস, দাম্ভিকতা এবং অহংকার
- বাক্যের মূল্য – চটক দেখান পোশাকের বাহার
- সাহিত্যের সঙ্গে যোগ
- যুবকদের বাহুল্য খরচ
- যুবকদের মুখে অশ্লীল ভাষা
- যুবকদের ধর্মজীবন
- জীবনে ফকরামি ও চালবাজী
- প্রভু ও ভৃত্য
- Honourable ব্যবহার
- যুবকদের পড়াশুনা
- যুবকদের স্বাস্থ্যক্ষয়
- অসমান প্রেম
- জাতীয় বৈশিষ্ট্য
- যুবকদের পিতৃভক্তি
- যুবকদের সাধারণের সঙ্গে ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository



অপ্রকাশিত রচনা ঃ

- মঙ্গল ভবিষ্যত
- মুসলমান
- দান ও জ্ঞান
- মানুষের পূজা
- সমাজ
- উর্দু ও বাঙ্গালা সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository



**প্রবন্ধে বর্ণিত মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের জীবন ভাবনার প্রধান প্রধান দিক ঃ**

১। **সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের জীবন সাধনা ঃ**

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান মানব সমাজের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য সকলকে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠ পথে চলার আহবান করেছেন। তাঁর মতে, মিথ্যাচার, দুর্নীতি ও ঘুষ সমাজের স্বাভাবিক চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং সমাজকে কলুষিত করে বসবাসের অনুপযোগী করে তোলে। ঘুষ ও অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জনকারীর মানব সেবার দরকার নাই। কেননা, এতে হৃদয় ও মন সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত হতে পারে না। অসৎ উপায়ে সম্পদশালী হওয়া লোকের দানশীলতা ও মানবসেবা ভন্ডামী মাত্র। এতে সত্য ও সেবার সাথে হাসি-তামাশা করা হয় মাত্র। "চরিত্র ও চরিত্র শক্তি" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "তুমি চরিত্রবান লোক, এ কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষন কর। তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং ন্যায্য স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করতে লজ্জাবোধ কর।"[১]

১ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮।]

২। **শিক্ষিত মানুষের অশিক্ষিত ও নির্বোধদের উদ্ধার ঃ**

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি কোন কালে অগ্রসর হতে পারে না। শিক্ষিত লোকদের কর্মফলের উপর নির্ভর করেই দেশ বা জাতি উন্নতির সমৃদ্ধি চরম শিখরে পৌছায়। মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে হবে জনকল্যাণমুখী। শুধুমাত্র চাকুরীর আশায় শিক্ষা গ্রহন করলে চলবে না। শিক্ষিত লোকদেরকে মনেপ্রাণে শিক্ষার মূল্য অনুধাবন করতে হবে এবং দেশের জনকল্যাণ তথা উন্নতিতে অবদান রাখতে হবে। মূর্খ, অজ্ঞ ও নির্বোধদের সঠিক পথে আনয়নের জন্য সুচিন্তিত উপায়ে সাধনা করতে হবে। তাদের মধ্যে আত্মসচেতনতা ও উন্নত ভাবনা আনতে হবে, যাতে তারা নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সজাগ হয়। নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতন হলে তারাই তাদের কর্তব্য কর্ম ঠিক করে নেবে। জ্ঞান দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর নাই। "জাতির উত্থান" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "বুদ্ধির দোষে হোক বা অবস্থার চক্রে হোক, কোন দেশ যদি বহু মানুষের অশিক্ষা, অল্পশিক্ষা বশত অমার্জিত চিত্ত এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন হয়ে পড়ে, তাহলে সে জাতির জীবন টেকসই হবে না।" ২

২ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশংকর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১১।]

Dhaka University Institutional Repository


৩। **জ্ঞান সাধনা ও জাতীয় উন্নতি ঃ**

আধুনিক যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ, কারিগরি সভ্যতার যুগ। এ যুগে উন্নত চিন্তা ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যতীত কোন জাতি সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছাতে পারে না। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সবকিছুতেই বর্তমানে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। এ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকতে হলে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও জ্ঞান থাকতে হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে - যাতে দেশের জনসম্পদকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা যায়। জ্ঞান মানুষের শক্তির অন্যতম মূল উৎস। জ্ঞান সাধনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাধনা আর কিছুতেই নেই। এতে ব্যক্তি হতে রাষ্ট্র পর্যন্ত সকলে প্রকৃতিগতভাবে উপকৃত হয়। "ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "ব্যবসার মধ্যে জাতির বেঁচে থাকবার উপকরণ অনেক বেশী। লেখাপড়া শিক্ষা বা জ্ঞানানুশীলন চাকুরীর জন্য কিছুতেই নয়। জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে সকল দিকে উন্নতি করা যায়।"[৩]

৩ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা - রবিশংকর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৭]

৪। **পরার্থে জীবন সার্থক জীবন ঃ**

মানুষ শুধু ভোগ-বিলাস ও স্বার্থের জন্যেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেনি। পরের কল্যাণে জীবনকে উৎসর্গ করার মাঝেই তার জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা। কেননা, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও ব্যক্তিস্বার্থ পরিহারের মাধ্যমেই সমাজ সুন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠে। আত্মকেন্দ্রিকতার বলয় থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর মানব সমাজের সঙ্গে গভীর যোগসূত্র রচনাতেই মানব জীবনের পরিপূর্ণতা প্রকাশ পায়। স্বার্থমগ্নতা মনুষ্যত্বের পরিপন্থী। পৃথিবীর ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা স্বার্থপর ব্যক্তি হারিয়ে ফেলে। সমাজের কল্যাণে নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে আছে পরম সুখ, অনির্বচনীয় আনন্দ ও অপরিসীম তৃপ্তি। "আদর্শ জীবন্ত আদর্শ" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, " গেঁয়োর যখন মৃত্যু হল, তখন লোকে দেখলো - সে একখানা উইল করে গিয়েছে। তাতে লেখা জন্মভূমির জলকষ্ট নিবারণের জন্য আমি সারা জীবন অর্থ সংগ্রহ করেছি, জীবনে ব্রত করেছিলাম এই প্রদেশের জলকষ্ট দূর করবো, আমার সব টাকা এই উদ্দেশ্যে গভর্মেন্টের হাতে দিয়ে গেলাম।" [৪]

৫ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা - রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৩]

৫। **নারীর অধিকার ও সম্মান ঃ**

পরিবারের স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্বে সমতা আনয়ন করতে হবে। স্বামীকে প্রভু হিসেবে মেনে নেওয়া চলবে না। নারীকেও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ ও সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতিতে পুরুষদের সমান দায়িত্ব নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository



দেশের জন্য, সমাজের জন্য ও পরিবারের জন্য নারীদেরকেও দুঃসাহসিক কাজে যোগদান করতে হবে। ঘরে বসে অন্ন ধ্বংস ও পরের গলগ্রহ হয়ে জীবন যাপন করলে নারীজাতির দুর্গতির সীমা থাকবে না, ব্যক্তিত্ব হারিয়ে সে (নারী জাতি) তখন জড় পদার্থের ন্যায় জীবন যাপনে বাধ্য হবে। ফলে সমাজ তাঁর দ্বারা উপকৃত তো হবেই না বরং সে সমাজের বোঝা হয়ে উঠবে। শিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে নারীদেরকে নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। পুরুষদেরকেও নারীদের স্বাবলম্বন ও আত্মোন্নতিতে মানবিক সহযোগিতা প্রদান করে তাঁদের অধিকার ও সম্মান আনয়নের সুযোগ দিতে হবে। "নারী-পুরুষ" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "নারীর স্বাধীনতা নাই বলেই মানুষ তাকে ঘৃণা করতে সাহস পায়। যার স্বাধীনতা নাই তার সম্মানও নাই। সম্মান যে নিজের হাতের মধ্যে, এ জিনিস পরের কাছ থেকে লাভ হয় না, নারীকে নিজের সম্মান নিজে রচনা করতে হবে।"[৫]

৫ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উচ্চ জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৬৮]

৬। **জনকল্যাণে আত্মবলিদান ঃ**

মনুষ্যত্বই মানুষের মহাপরিচালক। আর ত্যাগের মহিমাই পারে মানুষের এ মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ ও বিকাশ ঘটাতে। ত্যাগের মাধ্যমে সম্পদ চলে যায়, ফিরে আসে আনন্দ, ভ্রাতৃত্ব ও মনুষ্যত্ব। ত্যাগের মধ্যেই মানব জীবনের সার্থকতা, ত্যাগই মানুষের একমাত্র আদর্শ হওয়া উচিত। ভোগ মানুষকে জড়িয়ে ফেলে পঙ্কিলতা, গ্লানি ও কালিমার সাথে। মানুষ ভোগে আনন্দ পেলেও তৃপ্তি পায় না। কিন্তু ত্যাগের মাধ্যমে আনন্দ ও তৃপ্তি দুটোই লাভ করা যায়। ত্যাগ মনুষ্যত্বকে বিকাশিত করে, মনুষ্যত্বের কল্যাণেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা এবং শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যত্বের গুণে মানুষ নিজের স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে পরার্থে, দীন-দুঃখীদের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করে। হাজী মোহাম্মদ মহসিন, স্বামী বিবেকানন্দ, মাদার তেরেসা প্রমুখ ব্যক্তিদের চরিত্র ত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । জনকল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তাঁরা যেমন ধন্য হয়েছেন, তেমনি ধন্য করেছেন পৃথিবীকে। নিজের সর্বোচ্চ ধন সম্পদ বা জীবনকে জনকল্যাণে ব্যয় করার মত মানসিকতা যাদের আছে তাঁরা মহামানব। "মহৎ জীবন" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "ক্রমে দামিয়ানের সোনার শরীর ভেঙ্গে এল। অবশেষে এই মহাপুরুষ মানব সমাজে তাঁর মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে একদিন প্রাণ ত্যাগ করলেন। দামিয়ান মরেননি, মানুষ চিরকাল তাঁর স্মৃতির সম্মান করবে।"[৬]

৬ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'মহৎ জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৩৯]

Dhaka University Institutional Repository


৭। **প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**

প্রতিবেশীরা চলমান জীবনে সবসময় কাছাকাছি অবস্থান করে। বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে তারাই সর্বপ্রথম অংশগ্রহন করে। তাই প্রতিবেশীর সাথে সবসময় সদ্ভাব ও যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ভাব না রাখলে বিপদের সময় তাদের সাহায্য পাওয়া যায় না। কেননা, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশী মানুষ পরস্পর নির্ভরশীল। প্রতিবেশীদের সুখ-দুঃখে খোঁজ নিলে আত্মার আত্মীয়তা সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা নিজের অসুবিধার সময় উপকারে আসে। "প্রতিবেশীকে প্রেম করিও" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "যে ধার্মিক হতে চাও, আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করিতে চাও – সে প্রতিবেশীর সঙ্গে আত্মীয়তা কর। প্রতিবেশী আত্মীয়েরও চাইতেও আপন।" [৭]

৭ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'ধর্ম জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১২৭]

৮। **দেশ প্রেম ও দেশের জন্য ত্যাগ তিতিক্ষা ঃ**

দেশপ্রেম মানুষের স্বভাবজাত গুণ। গর্ভধারিনী জননীকে সন্তান যেমন ভালবাসে, তেমনি দেশ-মাতৃকাকেও মানুষ জন্মলগ্ন থেকেই শ্রদ্ধা করতে এবং ভালবাসতে শেখে। দেশ যত ক্ষুদ্র বা দরিদ্রই হোক না কেন, প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষের কাছে তার জন্মভূমি, তার দেশ সবার সেরা। প্রত্যেক ধর্মেই দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মত্যাগকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয়তাবোধ হলো দেশ প্রেমের প্রধান উৎস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ বীরের আত্ম-বলিদান তো স্বদেশপ্রীতিরই জ্বলন্ত উদাহরণ। শুধুমাত্র সংগ্রাম ও যুদ্ধের মধ্যেই দেশপ্রেম সীমবদ্ধ নয়। প্রত্যেক মানুষের স্বীয় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের মধ্যে দেশপ্রেম নিহিত। কৃষক কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে, শ্রমিক সঠিকভাবে শ্রম দিয়ে, সাহিত্যিক সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে, শিক্ষক ভালোভাবে শিক্ষা দিয়েও দেশকে ভালবাসতে পারেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতির জন্য কিছু না কিছু অবদান রাখা প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। "মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের আসন – নিজের শক্তি সাধনা" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "অধ্যবসায়, মনোযোগ ও চেষ্টার ফলে সমস্ত ভুলের যখন মীমাংসা হয়ে গেল, তখন রিচার্ড আবার একদিন পলায়ন করেন। এবার তাঁকে অপ্রস্তুত হতে হল না। ইংল্যান্ডের একটি অতীত লাভজনক ব্যবসার পথ তিনি প্রস্তুত করলেন। স্বদেশের ধন সম্পদ তাঁর অমানুষিক চেষ্টার ফলে অনেক পরিমান বেড়ে গেল।" [৮]

৮ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২০]

Dhaka University Institutional Repository



৯। **অবিরাম জনকল্যাণমুখী চিন্তা ও কাজ ঃ**

অবিরাম জনকল্যাণমুখী চিন্তা ও কাজ মানব জীবনকে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠ পথে চলতে সাহায্য করে। সর্বসাধারণের কল্যাণ ও মঙ্গলচিন্তা জীবনকে পাপ ও অসত্য পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা ও ভোগাকাঙ্খা থাকলে সে কখনো অপরের মঙ্গল কামনা করতে পারে না।

মহৎ ব্যক্তিরা সর্বদা অপরের মঙ্গল কামনা করেন। নিজেদের ক্ষতি হলেও সে অপরের মঙ্গল কামনা করেন। তাঁরা সর্বদাই সমাজের ও দেশের জনগণের কিভাবে উপকার করতে পারেন, সে ভাবনাই ভাবেন। অপরের অকল্যাণ চিন্তা করলে নিজেরই অকল্যাণ হয়। তাই অসৎ ব্যক্তিরা জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে না। মহৎ, উদার ও বিনয়ী লোকেরাই দেশে ও সমাজের উপকার করে থাকে। "চরিত্র ও চরিত্রশক্তি" প্রবন্ধে মোহম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও – আমি বলতে চাই না। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর কর, অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বল।" ৯

৯ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৮]

১০। **পল্লী জীবন ও শহরে জীবনে জ্ঞান আহরণ ঃ**

পল্লী জীবনের মাঠ, ঘাট, নদী, খাল, বিল, শস্যক্ষেত প্রভৃতি মানব জীবনের চিন্তা, চেতনা, বোধ ও উপলব্ধির উপর বিশেষভাবে ক্রিয়া করে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। পল্লী প্রকৃতি মানব জীবনে স্বচ্ছ ও সুস্থ বিচার বিবেচনা শক্তি গড়ে তোলে মানুষকে সঠিক ও নির্ভুল শিক্ষা দিয়ে থাকে। পল্লী প্রকৃতির শিক্ষা প্রকৃতিগত শিক্ষা, সত্য শিক্ষা ও স্বচ্ছ শিক্ষা। তাই পল্লী হতে জ্ঞান আহরণ সত্যিকার জীবন গঠনে সহায়তা করে। অপরদিকে, শহরের কৃত্রিম বেশভূষা ও একগুয়েমিতা মানুষের জীবনকে জটিল ও কুটিল করে গড়ে তোলে। "শহর জীবন ও পল্লী জীবন" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, " ডাক্তার আরনল্ডের পল্লীর জীবনের প্রতি একটা আন্তরিক টান ছিল। তিনি ছেলেদের নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতেন। পল্লীর লতাপাতা, শ্যামল মাঠ, উঁচু গাছগুলি তাঁর প্রাণে আনন্দের ধারা ঢেলে দিত। প্রকৃতির মাঝেই তো আমরা জীবনের সন্ধান পাই – অনন্তের সঙ্গীত শুনি।" ১০

১০ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উচ্চ জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৭৬]

Dhaka University Institutional Repository



১১। **কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবনকে সার্থক ঃ**

মানব জীবন তো একবারই, তাই যতটুকু সময় আছে সেই সময়টুকুর মধ্যেই কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা জীবনকে সর্বাঙ্গীনভাবে সার্থক করে তুলতে হবে।

জীবনে অর্থ, বিদ্যা, যশ, প্রতিপত্তি অর্জন করতে হলে তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আলস্য ও শ্রমবিমুখতা বয়ে আনে দারিদ্র্য পশ্চাদপদতা। একমাত্র শ্রমশক্তির মাধ্যমেই জীবনে অর্জিত হয় কাঙ্খিত সাফল্য, স্থিতি ও পরিপূর্ণতা। নিরবিচ্ছিন্ন পরিশ্রমের ফলে অর্জিত হয়েছে সমাজ ও সভ্যতার নিরন্তর অগ্রগতি। তাই সকলের উচিত অবিরাম পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা নিজে সফল হয়ে অপরের জন্য কিছু করে যাওয়া।

এতে ব্যক্তিক উন্নতির সাথে সাথে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে। নিজে সফল হয়ে অপরের জন্য কিছু করে যাওয়ার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত। "জীবনের ব্যবহার" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, " লক্ষ কোটি বছর পরেও তো এই সাধের জীবনকে ফিরে পাবে না। অতএব কেমন করে তুমি এর অপব্যবহার করতে সাহস পাচ্ছ?" [১১]

[১১] [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উচ্চ জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮০]

১২। **ধর্ম ভাবনা ঃ**

মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের মতে, সততা ও পরোপকারিতাই মনুষ্য জীবনের ধর্ম, নামাজ তার বাহ্যিক পরিচয় মাত্র। তাই নামাজ, রোজা, কোরবানী, হজ্জ করলেই ধর্মাচারণ হবে না। নামাজ রোজার অন্তরালে জীবনকে বিনয়ী ও মিথ্যামুক্ত করতে চেষ্টা কর। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য দুঃখ সহ্য কর। পাপ, মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শুদ্ধ ও পবিত্র আত্মা তৈরী কর। ঈশ্বরের বশ্যতা অর্থ সত্য, ন্যায় ও জ্ঞানের বশ্যতা। নরহত্যা বন্ধ কর, ঈশ্বরের আদর্শ প্রচার করে তাঁর রাজ্য বিস্তার কর – ইহাই এবাদত। তাঁর মতে, সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টির ব্যথা বেদনার মধ্যে লুকায়িত। তাই যে পতিত, নির্যাতিতের ব্যথা বেদনাকে উপলব্ধি করতে না পারবে, তার ধর্মাচারণ করে কোন লাভ নাই। তার ধার্মিকতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সে কখনও সৃষ্টিকর্তার নাগাল পাবে না। নামাজ, রোজা, হজ্জ পালন করা ধর্মীয় বিধান, তাই বলে এগুলো কখনও মানুষের উর্ধ্বে স্থান নিতে পারে না। কেননা, ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য। মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। তাই মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ধর্মের আগে মানুষের ব্যথা বেদনা বুঝতে বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository


পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীর প্রতি ক্ষমাশীল হও। পাপীকে সঠিক পথ দেখাও। ধর্মের আজগুবী গল্প বিশ্বাস না করে, যুক্তিসিদ্ধ অংশ গ্রহণ কর। "ধর্ম জীবন" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "রোজা, নামাজের অন্তরালে জীবনকে মিথ্যামুক্ত করতে চেষ্টা কর। জেনেশুনে অন্যায় ও মিথ্যা করে সর্বদা মসজিদ ঘরে যেয়ো না – ও মিথ্যা ভন্ডামী ঈশ্বর সহ্য করতে পারে না।" ১২

১২ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'ধর্ম জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১১৮]

১৩। **অর্থের ধনী বনাম হৃদয়ের ধনী ঃ**

অর্থ দ্বারা সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থ ছাড়া জীবনের কোন কাজই সম্যকভাবে সমাধা করা যায় না। তাই সমাজে ধনী লোকদের উচ্চভাবে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। অপরদিকে, সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, উদার, বিনয়ী ও পরোপকারী লোকদেরও সমাজে উচ্চভাবে মূল্যায়ন করা হয়। সম্পদের ধনী লোকদের মধ্যে আত্মতৃপ্তি নাই। তাদের মন কৃপণতা ও সংকীর্ণতা দ্বারা আড়ষ্ট। যে কোন সময় তাদের পদস্খলন হতে পারে। তাছাড়া, দুর্বৃত্তের হাতের অর্থের কোন মূল্য নাই। এটি সমাজের ক্ষতির নিমিত্তে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে, সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, উদার, বিনয়ী ও পরোপকারী লোকদের অর্থাৎ হৃদয়ের ধনী লোকদের আত্মতৃপ্তি ও বিশ্বাস প্রবল। তাদের পদস্খলন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। "জীবনের মর্যাদা" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "তুমি চরিত্রবান ও সত্যবাদী, জ্ঞানের সাধক এবং পাপকে ঘৃণা কর, তুমি যে কোন কাজই করো না, বিশ্বাস কর, তোমার মর্যাদা অল্প নয়।" ১৩

১৩ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৬]

১৪। **পরিশ্রমের সামাজিক মূল্যায়ন ও প্রকৃত মূল্যায়ন ঃ**

পরিশ্রম দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। আমাদের দেশে শারীরিক পরিশ্রমকে অবমূল্যায়ন করা হয়। শারীরিকভাবে পরিশ্রমী ব্যক্তির সমাজে কোন মর্যাদা দেওয়া হয় না। তাকে সমাজের নিচু স্তরের লোক বলে ধরে নেওয়া হয়, অথচ তারই উপর দেশের জাতীয় উন্নতি নির্ভরশীল। তারই উৎপাদিত দ্রব্য খেয়ে ও ব্যবহার করে তথাকথিত চাকুরীজীবী মানসিক পরিশ্রমী ব্যক্তিরা নিজেদেরকে বড় ও ধন্য মনে করে। "কাজ" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "জীবনে অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে সুখী ও ভদ্রলোক হতে যেয়ো না, তার চেয়ে মুটে-মজুরের মতো হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করা বেশী মনুষত্ব।" ১৫

১৫ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'মহৎ জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৫০]
অর্থাৎ সৎ ও ন্যায় নিষ্ঠ পরিশ্রমকারী প্রকৃত মর্যাদার অধিকারী, সে যে পরিশ্রমই করুক না কেন।

১৫। ক্রোধ, অহংকার ও প্রতিহিংসা বর্জনীয় ঃ

ক্রোধ, অহংকার ও প্রতিহিংসা মানব সমাজে প্রতিনিয়ত অশান্তি ও বিপদ ডেকে আনে। যুদ্ধ, মারামারি ও হানাহানি ক্রোধ, অহংকার ও প্রতিহিংসার কারণেই হয়ে থাকে। হঠাৎ ক্রোধান্বিত হয়ে একজন ভালো মানুষও মারাত্মক ক্ষতিকর কাজ করে ফেলতে পারে।

কারো কথা ও কাজে ক্রোধান্বিত না হয়ে বুদ্ধি ও বিবেচনা দ্বারা সমস্যার সমাধান করতে হবে। ক্রোধান্বিত না হয়ে নিজ সন্তানাদিসহ অপরাপর লোকদের চরিত্রবান ও জ্ঞানী করতে চেষ্টা কর। অহংকার পতনের মূল। অর্থ, ক্ষমতা ও মর্যাদার অহংকার করে অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করে। অহংকারী ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। অহংকারী ব্যক্তি বৃহৎ সমাজ হতে নিজেকে দূরে রেখে মনের সংকীর্ণতাকে আরও বৃদ্ধি করে। অহংকারী ব্যক্তি জাতি, বর্ণ ও সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে সমাজকে বিভক্ত করে ফেলে।

প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির মিলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সে অতীত কাহিনী সামনে এনে ভাইয়ে ভাইয়ে দূরত্বের সৃষ্টি করে। "ক্রোধ ও অহংকার" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "নবী করীম বলেছেন, যার ভিতর এক বিন্দু অহংকার আছে সে স্বর্গের যোগ্য নয়। ক্রোধ আর অহংকার একই জিনিস। যিনি ক্রোধ জয় করতে পেরেছেন, তিনি অহংকারও জয় করেছেন।" ১৫

১৫ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'ধর্ম জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৩২]

১৬। মনুষ্যত্ব সৃষ্টি ঃ

মানুষের দুঃখ বেদনা উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষের মনে মনুষ্যত্বের জন্ম হয়। মনুষ্যত্ব লাভের পথ জ্ঞানের সেবা। জীবনের সকল অবস্থায় আহার,ানের মত জ্ঞানের সেবা করা প্রয়োজন। শিক্ষা ও জ্ঞানের গভীরতা মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের তথা মহত্ত্বের সৃষ্টি করে। মহৎ মানুষেরা বিবেক দ্বারা তার মনের পশুশক্তিকে শৃঙ্খলিত করে রেখে মনুষ্যত্ব গুণকেই অন্তরে সদাজাগ্রত করে রাখে। মহৎ মানুষের চিন্তা ও কর্ম সব সময় সমাজ কেন্দ্রিক ও দেশ কেন্দ্রিক। তাঁরা ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে আলোকিত অন্তরের অধিকারী। তাই তাঁরা সকল প্রকার কলুষ, সংকীর্ণতা, হীনতা ও ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে উঠে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করেন এবং সে সাধনায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্রতী থাকেন, বিচ্যুত হন না।

Dhaka University Institutional Repository


মহত্ত্বের উৎস হলো মানবতা বা মানব প্রেম। "মহৎ জীবন" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "জীবনের সব সময় ছোট বড় সকল কাজে মহত্ত্ব ও সুন্দর চরিত্রের পরিচয় দিতে হবে।"১৬

১৬ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'মহৎ জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৪১]

১৭। **জীবনের উন্নতিতে ধৈর্য ও সাধনা ঃ**

পৃথিবীতে কোন মানুষই সৌভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। একে অর্জন করতে হয় নিরলস শ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনায়। পরিশ্রমই সৌভাগ্যের জন্মদাতা। নিরবিচ্ছিন্ন পরিশ্রমের ফলে অর্জিত হয়েছে সমাজ ও সভ্যতার নিরন্তর অগ্রগতি। ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতির মূলে রয়েছে পরিশ্রম। প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, যশ-সুনাম, মর্যাদা এসব ত্রিবেনী ত্রিধারার দুর্বার স্রোতমুখে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন শ্রম ও কঠোর সাধনা। অন্যথায় ব্যর্থতা এসে জীবনকে অক্টোপাসের মত ঘিরে ফেলে। পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা হয় তোমাকে উপরে উঠতে হবে নয়তো পিছনে হঠবে, এটাই নিয়ম। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত পরিশ্রম এবং সাধনাই জাতির সৌভাগ্যের নিয়ামক।" "সাধনা ও পরিশ্রম" প্রবন্ধে মোহম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "সাধনা ও পরিশ্রম ব্যতীত জগতের কোন উন্নতি হয় না। কপালের জোরে লক্ষ টাকা পাবে এ কথা বিশ্বাস করে না।"১৭

১৭ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৮]

১৮। **জীবনের উন্নতি ও সফলতা আনতে মনের ইচ্ছাই যথেষ্ট ঃ**

মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও সফল হতে হলে সকলকে একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে এমন ধারণা ভুল। শিক্ষা মানুষের চিন্তা, চেতনা, বোধ, উপলব্ধিকে প্রসারিত করে জীবনে উন্নতি ও সফলতার পথ দেখায় সত্য, কিন্তু মনের প্রবল ইচ্ছা থাকলে অশিক্ষিত (একাডেমিক শিক্ষা বিহীন) লোকও জীবনের স্ব স্ব ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা সম্যক জ্ঞান লাভ করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জগতের শিক্ষিত লোকদেরকেও চমকে দিতে পারেন। পৃথিবীর বড় বিজ্ঞানী, কবি-সাহিত্যিকদের কয় জনের একাডেমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল? কাজী নজরুল ইসলাম, রাইট ভ্রাতৃদ্বয়, এডিসন গ্রমুখ বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিদের একাডেমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা কত দূর? "অধ্যবসায়, পরিশ্রম, বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "লেখাপড়া তুমি জাননা, তোমার মধ্যে যদি শুধু এই দুটি গুণ থাকে, তাহলে তুমি বড় হতে পার। সে দুটি গুণ, অধ্যবসায় ও বিশ্বাস।"১৮

১৮ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৪]

১৯। **পিতামাতার প্রতি ভক্তি ঃ**

সন্তানকে জন্ম থেকে বড় করে তোলার জন্য মা-বাবা যে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা অমূল্য সম্পদ। তাছাড়া, মাতা-পিতার কষ্ট, ধৈর্য, সাধনা ও শ্রমের ফলশ্রুতিতে সন্তানদের সুন্দর জীবন গড়ে ওঠে। তাই তাঁদের ঋণ পরিশোধযোগ্য নয়। মা-বাবা নিচে বসলে তুমি কখনও উচ্চাসনে বসবে না। নিজের সন্তানদের থেকেও ভালো খাবার মা-বাবাকে দিবে। পিতা-মাতা যদি বিছানায় মল ত্যাগ করেন, তাহলে নিজ হাতে তা ধুয়ে দিতে হবে। সম্পত্তির লোভে পিতামাতাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করলে তা দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। সম্পদের লোভে যদি কোন সন্তান ভক্তি করে থাকে তা বড়ই দুঃখজনক। সে সন্তান নামের অযোগ্য। তাকে পরিত্যাগ করাই পিতামাতার দায়িত্ব। পিতামাতাকে ভক্তি শুধু সেবা দ্বারা করা যায় এই ধারণা ভুল। তাঁদের সদগুণাবলীকে অর্জন করলেও পিতামাতার সেবা হয়ে থাকে। সুতরাং সকলের উচিত পিতামাতাকে সেবা করার পাশাপাশি তাঁদের সদগুণাবলীকে অর্জন করা। "পিতৃ-মাতৃ ভক্তি" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "তুমি এবং তোমার পত্নী ছাড়া পুত্র-কন্যা দ্বারা পিতামাতার সেবা করাবে না। পিতার ধন সম্পত্তির লোভ বেশী না করে তাঁর সদগুণাবলী আয়ত্ব করবার জন্য তোমার আগ্রহ যেন বেশী হয়।" ১৯

১৯ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা - রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উচ্চ জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৯০]

২০। **আত্মবোধ বা বিবেকের জাগরণ ও সত্য ঃ**

মানব জীবনে চলার পথে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি এসে হাজির হয়। স্বাভাবিকভাবে এদের চেনা না গেলেও বিবেক থেকে একটা নির্দেশনা আসে। বিবেকের এই নির্দেশনাই ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যাকে চিনিয়ে দেয়। মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের মতে, বিবেকের সত্যই প্রকৃত সত্য, সেটা মহা অন্যায় বা ভুল হলেও সত্য। "বিবেকের বাণী" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "তেমনি প্রত্যেকে আপন-আপন বিবেক অনুযায়ী চল, ফলাফলের জন্য তুমি দায়ী নও। বিবেকের অনুগত থাকাই তোমার কাজ।" ২০

২০ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা - রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'মানব জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১০৮]

Dhaka University Institutional Repository


২১। **সততা ও মিথ্যাচার ঃ**

সত্য বলতে কোন কিছুর যথাযথ প্রকাশ বোঝায়। সত্যের মধ্যে কোন গোপনীয়তা নাই। সত্যের মধ্য দিয়েই মানুষ অর্জন করে সততা। সততা মানব চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। সততা ও সত্যবাদিতা বাস্তব জীবনের একটি মহত্তর দিক হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে তা যথার্থ মর্যাদা লাভ করতে পারছে না। সততা পরিহার করে মানুষ সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ফলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিকেই তারা প্রাধান্য দিয়ে নানা রকম দুর্নীতি ও অত্যাচার করছে। ঘুষ, ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় ও মিথ্যা বিজ্ঞাপণে দেশ আজ বিধ্বস্ত। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির শিকর জন্মেছে। এই মিথ্যাচারকে ঠেকিয়ে সততাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে দেশের ভবিষ্যত অন্ধকার। "সত্য প্রচার" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "প্রভুর সত্য সর্বত্র প্রচার কর – পাপের আগুন চারিদিকে জ্বলে উঠেছে – ও দৃশ্য দেখা যায় না।" ২১

২১ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'মহাজীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৪৬]

২২। **নারী ও পুরুষ ভাবনা ঃ**

পরিবারের পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরকেও সমান ভূমিকা রাখতে হবে। প্রয়োজনে চাকুরী করে, কাজ করে নারীদেরকেও সংসারের ব্যয় মিটাতে সাহায্য করতে হবে। তারা কোনমতেই নিজেদেরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখবে না। কেননা, মানুষ হিসেবে তাদেরও সমাজের জন্য, অপর মানুষের কল্যাণের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। যুবক পুরুষদের শিক্ষকতা পেশা মানায় না। এতে অর্থনৈতিকভাবে উন্নতির সুযোগ নাই। জীবন দুর্বির হয়ে পড়ে। তাঁদের যেখানে যেভাবে অধিক উপার্জন কর যায়, সেখানে যেতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশে যেতে হবে। অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে পিছপা হওয়া চলবে না। অর্থোপার্জন ও মানব কল্যাণে দানের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত। "নারী-পুরুষ" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "আমার কথা নারী ইচ্ছা করলে পুরুষদের ন্যায় নিজেদের জীবনকে মূল্যবান ও শ্রদ্ধেয় করে তুলতে পারেন।" ২২

২২ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উচ্চ জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৬৬]

২৩। **বংশ বনাম মানুষের নিজস্ব মূল্য ঃ**

মানুষ নিচু বংশে ও গরীব অবস্থায় জন্মেও স্বীয় কর্মকান্ড দ্বারা সমাজের সর্বোচ্চ আসন লাভ করতে পারে। কেননা, কর্মই মানুষকে বড় করে তোলে, জন্ম নয়।

ধনী ও অভিজাত পরিবারের অশিক্ষিত ও অকর্মন্য ছেলে অপেক্ষা উচ্চ শিক্ষিত ও উচ্চ পদস্থ দরিদ্র ঘরের সন্তানের সামাজিক মূল্য অনেক বেশি। উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলে মানুষের পিছনের ইতিহাস ধুয়ে মুছে নতুন ইতিহাস রচিত হয়। উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি সংগত কারণেই সমাজের ও দেশের কর্ণধার। বড় লোকের বর্বর, রূঢ়, চোর, ডাকাত অপেক্ষা ছোটলোকের সৎ, বিনয়ী, উদার, নীতিবান সন্তানের সামাজিক মূল্য লক্ষ গুণ বেশী। "মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের আসন – নিজের শক্তি সাধনা" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "শিক্ষা, চরিত্র ও জ্ঞান মানুষ ও পরিবারকে সম্মানী করে – অর্থে সম্মানে সব দিক দিয়েই বড় করে তোলে। মানুষ যখন মূর্খ ও চরিত্রহীন হয়ে পড়ে তখন প্রভুত্ব ও সম্মান থাকে না।" ২৩

২৩ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৯]

২৪। **প্রেম ও সেবা ঃ**

প্রেম মানুষকে ত্যাগী করে, তাকে দুঃখ বরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রেম কখনো মানুষকে অবিবেচক, নিষ্ঠুর, আত্মসর্বস্ব, রূঢ়, পরস্বার্থহারী ও দাম্ভিক করে না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রোগীদের, অসহায়দের, দুর্গতদের সেবা করতে সাহায্য করে। প্রেম ছাড়া সেবা হয় না। জীবনের প্রতি প্রেম আছে বলেই আমরা জাগতিক কাজকর্ম করি এবং জীবনকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করি। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি প্রেমই মানুষকে অপর মানুষ ও প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি, আত্মত্যাগ, ক্ষমা, পরদুঃখকাতরতা আনয়ন করে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতে সাহায্য করে। তাই বলা যায়, প্রেম ও সেবা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। "প্রেম" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "প্রেম মনুষ্যত্বকে ত্যাগী করে, তাকে দুঃখ বরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে, মানুষের ও জাতির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।" ২৪

২৪ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'মানব জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১১১-১১২]

২৫। **স্বার্থান্ধতা ও মহামানব ঃ**

জ্ঞানের দিক থেকে মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা কখনো নিজের স্বার্থত্যাগ করতে পারে না। কেবল নেব, বিনিময়ে কিছু দেব না – এই সংকীর্ণ স্বার্থবোধ সমাজস্বার্থ বিরোধী, বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর পক্ষে অকল্যাণকর। পরোপকারই সমাজ বন্ধনের মূলসূত্র। এতে আনন্দ ও তৃপ্তি আসে এবং সমাজ জীবন হয়ে ওঠে সুন্দর। জ্ঞানী ও মহামানবেরা অপরের ক্ষতিকর দিকটি মর্মে মর্মে অনুভব করে বলে নিজের সর্বস্ব হারিয়েও অপরের ক্ষতি করে না।

অপরের দুর্দশা ও অভাব মহামানবেরা হৃদয় দিয়ে অনুভব করে তাদের সাহায্যার্থে নিজের যা সম্পদ আছে তাই নিয়ে এগিয়ে আসেন। মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের মতে, দেশের জন্য যাদের জীবন প্রস্তুত, সেই সৈনিকেরাও মহামানব (যদি তারা দুর্বৃত্ত না হন)। "মহৎ জীবন" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "আরব সমাজের পাপ আর ব্যথিতের মর্মপীড়া মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কে কাঁদিয়েছিল – তিনি মানুষ মানুষ বলে পথে বের হয়েছিলেন।"২৫

২৫ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'মহৎ জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৩৯]

২৬। **পরকাল নির্ভরতা ঃ**

আপন দেশ, মাতৃভাষা, জীবিত মনুষ্য সমাজ এবং পৃথিবীকে অস্বীকার করে চলাই মুসলমানদের স্বভাব। আমরা সবাই যেন পরকালের বাসিন্দা। এই জগতের সাথে আমাদের কোন সংস্রব নাই। এতেই আমাদের সবচেয়ে বেশী সর্বনাশ হচ্ছে।

এই কারণেই মুসলমান জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শৌর্য-বীর্যে পৃথিবীতে ক্রমশঃ পশ্চাদপদ হচ্ছে। আমাদের বোঝা উচিৎ ইহজগতের কাজের উপর পরকাল নির্ভর করে। ইহকালে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করতে না পারলে পরকালেও ভালো কিছু আশা করা যায় না। কেননা, নির্যাতিত, নিপীড়িত, দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তি ও জাতিকে উদ্ধার করতে না পারলে আল্লাহর কাজও পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় না। তাছাড়া, খোদার আদর্শ / রাজ্য বিস্তার করতে হলেও জ্ঞান বিজ্ঞান ও অর্থ সম্পদে সমৃদ্ধশালী হতে হয়। "ধর্মের জীবিত উৎস" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "তার বিশ্বাস, নামাজ ত্যাগই সকল পাপের বড় পাপ। কিন্তু তা তো নয়। অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ক্রূরতা, মিথ্যাচার, দয়াশূন্যতা, ছলনা, প্রতারণাই বড় পাপ কিন্তু সে তা বিশ্বাস করে না, এই অবিশ্বাসই তার পতনের কারণ।"২৬

২৬ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'ধর্ম জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১২২]

২৭। **আত্মীয়-বান্ধব ঃ**

একদিন দই, পোলাও, মাংস খাওয়ানোই আত্মীয়তা নয়। আত্মীয় সৃষ্টি হয় আত্মার অন্তঃস্থল থেকে। সভ্যতা, শিক্ষা, জ্ঞান মানুষকে পশু বানিয়েছে। গরীব আত্মীয়কে সাহায্য, দাওয়াত, সদ্ভাব তো দূরের কথা, বাসার চাকর বলতে এ কালের মানুষ সংকোচ-বোধ করে না। উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরা আত্মীয় না হয়েও পরমাত্মীয় হয়ে বসে আছে। সত্যিকার আত্মীয়ের খবর থাকে না।

Dhaka University Institutional Repository


পদলেহনগিরি বন্ধ করতে হবে। গত জীবনের কথা তুলে যে প্রতিশোধ নিতে চায়, সে ভাই হলেও বেগানা। তার সঙ্গে সংস্রব না রাখাই ভাল। যারা পতিত, দরিদ্র, বিপন্ন, রোগগ্রস্ত তাদের জন্য যে অর্থ ভান্ডার খুলে দেয় সে পরমাত্মীয়। "আত্মীয়-বান্ধব" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "জীবন যুদ্ধে মাঝে মাঝে যে কঠিন সমস্যার উদয় হয়, সেই সমস্যা সমাধানের জন্য যারা শরীর, বুদ্ধি, অর্থ নিয়ে অগ্রসর হয় তারাই আত্মীয়।" ২৭

২৭ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'মহা জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৪৪]

২৮। **যৌবন ভাবনা ঃ**

যৌবনে ঘোরাঘুরি, তাস খেলে, গল্প করে সময় নষ্ট করলে পরবর্তীতে দুঃখ শোধরানোর উপায় থাকবে না। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় অনুধাবনের জ্ঞান এবং পিতামাতা ও গুরুজনকে ভক্তি এই সময়েই আসতে হবে। ধর্ম জীবনে ষড়রিপুকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। মনে রাখতে হবে বিশ্বাসঘাতক ও আলস্যপরায়ণ ব্যক্তি উচ্চাসনে বসে থাকলেও ছোট।

সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, ধৈর্য ও সাধনা, ঈশ্বর ভক্তি, ঈশ্বর ভীতি যৌবনে না থাকলে সে জীবনের কোন উন্নতি সম্ভব নয়। নারী চিন্তা বিষবৎ বর্জন করতে হবে। নারীর কথা একবার মনে ঢুকলে জীবনে উন্নতির আশা করো না। বৃদ্ধকালে ব্যবহার করার অর্থ যৌবনেই উপার্জন করতে হবে। অর্থোপার্জনের জন্য প্রয়োজনে বিদেশে যেতে হবে। "যুবকদের ভবিষ্যত চিন্তা" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "আজিকার যৌবনের একটি দিনের মূল্য বার্ধক্যের এক বৎসরের সমান।" ২৮

২৮ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'যুবক জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৬৭]

২৯। **ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ঃ**

বাক্যের মূল্য হতে ভদ্রতা যাচাই করা হয়। দুষ্ট ও প্রতারক লোকেরা নিজস্ব ওয়াদা পালন করে না। বার বার ওয়াদা করে মানুষকে ঘোরানোই তাদের স্বভাব। অপরদিকে, যথার্থ ভদ্রলোক যে কোন মূল্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে থাকেন। দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট কথার মূল্য রক্ষা করতেই মানুষ সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিশ্রুতিশীল ব্যক্তি হয়ে ওঠেন, যা টাকা-পয়সা দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়। যে কথার মূল্য তুমি রাখতে পারবে না, সে কথা তুমি বলো না।

Dhaka University Institutional Repository



"কথার মূল্য – প্রতিজ্ঞা রক্ষা" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "সভ্য জাতি শুধু অট্টালিকা ও অর্থে হয় না। অট্টালিকা ও ধন সম্পদের সঙ্গে আর একটা বড় জিনিস সভ্যতার পরিচয় – সেটি বাক্যের মূল্য।" ২৯

২৯ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৩২]

৩০। **ব্যক্তিত্ব ও সফলতা ঃ**

দার্শনিক মিল বলেছেন, "তুমি তোমার ব্যক্তিত্বকে দৃঢ় করে তোল, কেউ তোমার উপর অন্যায় আধিপত্য করতে পারবে না।" নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস থেকে ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়। আর আত্মবিশ্বাস থেকে যথাযথ কর্ম আসে, যথাযথ কর্মই মানুষকে সফলতার দ্বারে নিয়ে যায়। ব্যক্তিত্বশীল মানুষ বিশ্বাস করে শিক্ষা, জ্ঞানালোচনা, চরিত্র ও পরিশ্রমের দ্বারা জীবনের যে কোন পর্যায়ে সফলতা আনয়ন করা যায়। তাই তারা অন্যের সহযোগিতা নিতে লজ্জা পান। "ব্যক্তিত্ব ও শক্তির সফলতা" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "যে যেখানেই থাক, নিজের বলে বড় ও উন্নত হতে চেষ্টা কর। জীবনের সকল অবস্থায় নিজেকে বড় করে তোলা যায় – এ তুমি বিশ্বাস কর।" ৩০

৩০ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১২]

৩১। **ভদ্রতা ঃ**

ভদ্রতা মানব জীবনের একটি মহৎ গুণ। উদার, নম্র, বিনয় ও মধুর আচরণের স্বভাবকে ভদ্রতা বলা হয়। যাত্রাপথে রমনী কিংবা বয়োঃজেষ্ঠদের সিট ছাড়িয়া দেওয়া ভদ্রতা। ভদ্র ব্যবহারে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সুনাম বাড়ে। ভদ্রতা এমন একটি গুণ, যার দ্বারা সমাজে সভ্য, নিরীহ ও অমায়িক মানুষ হিসেবে পরিচিত হওয়া যায়। ভদ্র ব্যবহার করতে টাকা পয়সার দরকার হয় না। মনের ইচ্ছাই যথেষ্ট। জাত ভদ্রলোকের সংখ্যা খুবই কম। কোন ব্যক্তিকে ভদ্র হতে হলে প্রতিদিন সাধনা করতে হবে। ভদ্র ঘরের সন্তানই ভদ্র হবে এমন কোন কথা নেই। এমার্সন বলেছেন, "একটা সুন্দর মুখের চেয়ে একটা কুৎসিত মুখের মধুর কথা অধিকতর সুন্দর।" মানুষের প্রতি প্রেম, দেশের আর্ত-পীড়িতের প্রতি মায়া, অত্যাচারিত, নির্যাতিত মানুষের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি যার নাই, তিনি ভদ্রলোক নন। ভদ্রলোকের ব্যবহার দেখেই বুঝতে পারা যায়, তিনি কত উচ্চ স্তরের লোক। ভদ্রলোক যেমন নিজের সম্মান বোঝেন, ঠিক তেমনি অন্যের সম্মানও বোঝেন।

Dhaka University Institutional Repository



"ভদ্রতা" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "ডাকঘরে, বাজারে, কাচারীতে অথবা থানায়, যেখানে তুমি থাক না, তোমাকে সব জায়গাতেই ভদ্র ও মধুর স্বভাব হতে হবে।" ৩১

৩১ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'মহৎ জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৫৭]

৩২। **কাজ ঃ**

কাজের মাধ্যমেই মানব জীবনের সুখ ও কল্যাণ নিহিত। কঠোর পরিশ্রম ছাড়া জগতে কোন সম্পদ লাভ করা যায় না। এই জগতে যারা বড় হয়েছেন, বহু কল্যাণ-সম্পদ দিয়ে গিয়েছেন, তাঁরা জীবনে অনবরত কাজ করেছেন। জীবনে অপমান আসে দুটি জিনিসে – প্রথমত অজ্ঞতায়, দ্বিতীয়ত পরনির্ভশীলতায়। অজ্ঞতার ন্যায় মহাশত্রু মানব জীবনের আর নাই। যে পরিশ্রম করতে পারে, তার দুঃখ নাই। সে নিজেও সুখ সংগ্রহ করে নিতে পারবে, অপরকেও সুখ দিতে পারবে। অলস, পরমুখাপেক্ষীরাই জগতে দুঃখী হয়ে থাকে। পরিশ্রম শুধু গরীবরাই করবে না, ধনীদেরকেও পরিশ্রম করতে হবে। যে যত বেশী শ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারবে, সে তত বেশী মানব কল্যাণে দান করতে পারবে। দুঃখী নরনারীর জন্য পরিশ্রম করা কি এবাদত নয়? যে কাজে প্রাণ ঢেলে দেওয়া যায় না, তাতে বিশেষ লাভ হয় না। জ্ঞানের জন্য যে পরিশ্রম করা হয়, তার মূল্য অনেক বেশী। জ্ঞানই জগতের কাজকে সহজ, সরল ও সুখময় করে তোলে। যে জাতির মানুষ শ্রমশীল এবং জ্ঞান সাধনায় আনন্দ লাভ করে তারাই জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। শরীরের পরিশ্রম অপেক্ষা মাথার পরিশ্রমের মূল্য বেশী। "কাজ" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "সাধনা ও পরিশ্রমের সঙ্গে যদি জ্ঞানের যোগ থাকে, তবে লাভ হয় খুব বেশি। মূর্খ শত পরিশ্রম করে যা না করতে পারে, জ্ঞানী অল্প পরিশ্রম করেই তা করতে পারে।" ৩২

৩২ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'মহৎ জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৪৮]

৩৩। **অশ্লীল ভাষা ত্যাগ ঃ**

মানুষের সাথে মানুষের কথোপকথনে বিনয়ী ও মধুর ভাষা ব্যবহার করতে হবে। অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ কথা এবং কাজ পরিহার করতে হবে। বিনয় ও মধুর ভাষা দ্বারা মানুষের সাথে মানুষের মানসিক আত্মীয়তা ও আন্তরিকতার গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অপরদিকে, অশ্লীল কথা ও কাজকে ভদ্র সমাজ মন থেকে ঘৃণা করেন এবং অশ্লীল ভাষীর কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন।

Dhaka University Institutional Repository



অশ্লীলতা বন্ধ করে আমাদের সমাজকে সুস্থ ও সাবলীল গতিতে চলতে দিতে হবে। "যুবকের মুখে অশ্লীল ভাষা" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "ধিক! এই সব নরপিশাচ যুবকদের, যারা অশ্লীল কথা বলতে লজ্জা বোধ করে না। তারা বৃথাই বস্ত্র পরিধান করে।" ৩৩

৩৩ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'যুবক জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৭৩]

৩৪। **দানশীলতা ও সামাজিক নিরাপত্তা ঃ**

সমাজের প্রত্যেক মানুষ যদি পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে এবং উপার্জিত অর্থের কিছু অংশ দুর্দশাগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত, অসহায় নরনারীর কল্যাণে দান করে, তবে সমাজের অসহায় লোকদের জন্য এমনিতেই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে ওঠে। কেহই অর্থনৈতিকভাবে নিরাপত্তাহীনতায় শিকার হন না। সমাজে একটা সুস্থ অবস্থা ফিরে আসে। ইংল্যান্ডের জনগণের দানশীলতা থেকেই সমাজকল্যাণের উদ্ভব ঘটেছিল। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তা গঠনের মাধ্যমে তার চরম বিকাশ ঘটেছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকদের বেতনের ২৮% কেটে রাখা হয় সামাজিক নিরাপত্তা খাতে, যার দ্বারা বেকার ভাতা, চিকিৎসা সেবা, দুর্ঘটনা সেবা প্রভৃতি প্রদান করা হয়। দানের অর্থ দিয়ে রোগীদের জন্য হাসপাতাল নির্মাণ করে ডাক্তার রাখা হয়। দুর্দশাগ্রস্তদের অর্থ সাহায্য দেওয়া যায়। "অন্নদান ও দুঃখের উপশমের চেষ্টা" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "দরিদ্র মানুষের সঙ্গে টাকার হিসাব করো না। অফুরন্ত উপার্জন কর এবং যোগ্য ব্যক্তিকে দান কর। তোমার গ্রামের নিঃসহায় বিধবা পীড়িতেরা যেন অভুক্ত এবং বেদনায় ব্যথিত না থাকে।" ৩৪

৩৪ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'ধর্ম জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১২৯]

৩৫। **অধ্যবসায়, পরিশ্রম, বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা ঃ**

আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা নিয়ে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। অধ্যবসায় ও বিশ্বাস দ্বারা প্রতিভাকে অতিক্রম করা যায়। এই দুটি গুণ দ্বারাই পৃথিবীতে বহু মণীষী সৃষ্টি হয়েছেন। পৃথিবীতে বহু দুঃসাধ্য কাজ সাধিত হয়েছে অধ্যবসায় ও বিশ্বাসের গুণে। মনে প্রাণে বিশ্বাস থাকলে যে কোন কর্মেই সফল হওয়া যায়। সংশয়ে মনোবল কমে যায় এবং ব্যর্থতা চলে আসে। এক সাথে একাধিক কাজ করার চেষ্টা করলে কোনটাতেই সফল হওয়া যায় না। "অধ্যবসায়, পরিশ্রম, বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা" গ্রন্থে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "লেখাপড়া তুমি জান না, তোমার মধ্যে যদি শুধু এই দুটি গুণ থাকে, তাহলে তুমি বড় হতে পার। সে দুটি গুণ অধ্যবসায় ও বিশ্বাস।" ৩৫

৩৫ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৪]

Dhaka University Institutional Repository



৩৬। **ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য ঃ**

ধৈর্য ও সাধনা দ্বারা যে কোন ধরনের কাংখিত শিল্প কারখানা তৈরী করা যায়। মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরীর কারখানাগুলো ধ্যানীদের অদম্য ইচ্ছার দ্বারা সাধিত হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সততার নীতি অবলম্বন করতে হবে। দুর্নীতি পরায়ণ ব্যবসায়ী কখনো সফল হতে পারে না। "ব্যবসা, শিল্প, বানিজ্য" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "সাধুতাকে অবলম্বন করে তুমি ব্যবসা কর – পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন কর – তোমার আসন নিচে হবে না। প্রতারণা ও মিথ্যা ভরা ভদ্র জীবন ত্যাগ করে তুমি সামান্য ব্যবসা অবলম্বন কর।" ৩৬

৩৬ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৭]

৩৭। **মানুষের মর্যাদা ঃ**

শিক্ষা, চরিত্র, জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশ মানুষকে বড় ও সম্মানিত করে তোলে। অলস ও মূর্খতা মানুষকে দরিদ্র ও নিচু করে দেয়। চরিত্র মানুষের বিবেক হতে সৃষ্টি হয়। তাই চরিত্রবান লোক সত্যনিষ্ঠ হয়। চরিত্র বলের সামনে পাপ, অন্যায়, নীচতা ও দুর্বলতা ধ্বংস হয়ে যায়। "মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের আসন – নিজের শক্তি সাধনা" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "শিক্ষা, চরিত্র ও জ্ঞান মানুষ ও পরিবারকে সম্মানী করে – অর্থে সম্মানে সব দিক দিয়েই বড় করে।"৩৭

৩৭ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৯]

৩৮। **শারীরিক পরিশ্রম ও পয়সা কড়ি ঃ**

শারীরিক পরিশ্রমকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হীনতার পরিচয়। শারীরিক পরিশ্রমে মর্যাদা কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। কাজ করতে না জানার মধ্যে সম্মান নাই। জ্ঞান, চরিত্র, সত্য ও মনুষ্যত্বের উপর মানুষের মর্যাদা নির্ভর করে। তাছাড়া, সংসারে সুখ সমৃদ্ধির জন্য টাকা পয়সা উপার্জনের বিকল্প পথ নাই। পয়সা ছাড়া জীবন এক কদমও চলে না। টাকা পয়সা না থাকলে মানুষের দুঃখ দুর্দশার সামনে বোকার মতো দাড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। সৎ উদ্দেশ্যে মানব কল্যাণের জন্য পয়সা উপার্জন ইবাদতের সামিল। 'শারীরিক পরিশ্রম' প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "হাতের কাজে যে অগৌরব নাই, এ আর বারে বারে বলে লাভ কি? অগৌরব হয় মিথ্যায় আর নীচতায়।" ৩৮

৩৮ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৩১]

Dhaka University Institutional Repository



৩৯। **মানব চিত্তের তৃপ্তি ঃ**

ধন সম্পদের মধ্যে মানসিক সুখ নাই। ধন সম্পদ বৃদ্ধির সাথে মানুষের চাহিদাও বাড়ে। সত্য ও সুন্দরের সাধনাই মানব হৃদয়ের চরম ও পরম সাধনা। এর মধ্যে মানব চিত্তের প্রকৃত সুখ নিহিত। 'মানব চিত্তের তৃপ্তি' প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "সত্যের সাধনাই মানব হৃদয়ের চরম ও পরম সাধনা। পরম সত্যকে দিনে দিনে জীবনের প্রতি কাজের ভিতর দিয়ে অনুভব করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা।" ৩৯

৩৯ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'মানব জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯৫]

৪০। **উপদেশ দেওয়ার যোগ্যতা ঃ**

অপরকে ভাল হবার উপদেশ দেবার আগে নিজে ভাল হতে হবে। মনের গোপন পাপ, অন্তরের গ্লানি ধুয়ে না ফেললে প্রকৃত মহৎ মানুষ হওয়া যায় না। 'সংস্কার মানুষের অন্তরে' প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "নিজে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে, অপর মানুষকে মধুর কথা বলতে অনুরোধ করো না।" ৪০

৪০ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'মানব জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯৯]

৪১। **এবাদত ঃ**

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কল্যাণের মধ্যে বর্তমান। জীবনকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনা করে অপরের মঙ্গল কামনার মধ্যেই আল্লাহর এবাদত নিহিত। অন্যায়, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা করে অপরের ক্ষতি করা আর নরহত্যা একই কথা। মহামানবদের নিয়ে অলৌকিক কাহিনী যা যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা অগ্রহণযোগ্য তা বিশ্বাস করা ধার্মিক লোকের উচিত নয়। এতে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। আর শুধু রোজা নামাজ পড়লেই ধার্মিক হওয়া যায় না। রোজা নামাজের অন্তরালে জীবনকে মিথ্যামুক্ত করার চেষ্টা আল্লাহ উপাসনা। চোর, ঘুষখোর, প্রতারক, পরনিন্দুক, পরস্বার্থহারী, বিশ্বাসঘাতক, ভন্ডধার্মিকতা খোদা সহ্য করতে পারেন না। সত্য ও ন্যায়ের জন্য দুঃখ বেদনা সহ্য করাই এবাদত। 'ধর্মের ব্যাখ্যা' প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "নামাজ দুই একবার ত্যাগ করলে তত পাপ হয় না, যত হয় মিথ্যা, অন্যায়, প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার, লোভ, চুরি এবং মানুষকে দুঃখ দেওয়াতে।" ৪১

৪১ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'ধর্ম জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১১৯-১২০]

Dhaka University Institutional Repository



৪২। **জনকল্যাণমূলক কাজ ও এবাদত ঃ**

শুধু রোজা নামাজ পড়লেই চলবেনা, পীড়িতের সেবার জন্য হাসপাতাল, জ্ঞানহীন মূর্খ লোকদের জন্য বিদ্যালয়, নারীদের জন্য নারী হোম স্থাপন করা ধর্ম পালনের মতই অবশ্য করনীয় মনে করা উচিত। 'হাসপাতাল নির্মাণ' প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "আবার বলি, দেশের সর্বত্র পীড়িতের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি হাসপাতাল, যক্ষ্মাগার স্থাপিত হওয়ার মতো ধর্ম কাজ আর নাই। পীড়িতের সেবা কর। এই হচ্ছে ধর্ম।" ৪২

৪২ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'ধর্ম জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৩১]

৪৩। **ব্যক্তি ও জাতীয় উন্নতি ঃ**

বিন্দু বিন্দু জল নিয়েই গঠিত হয় সমুদ্র। বিন্দু বিন্দু বালুকণাই গড়ে তোলে মহাদেশ। তেমনি ব্যক্তির উন্নতির মাধ্যমেই সমাজ ও জাতির উন্নতি সাধিত হয়। 'জাতির উত্থান' প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "কোন জাতিকে যদি বলা হয় তোমরা বড় হও, তোমরা জাগো – তাতে ভাল কাজ হয় মনে হয় না। এক একটা মানুষ নিয়েই এক একটা জাতি।" ৪৩

৪৩ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১১]

৪৪। **ধর্ম বর্ণের উর্ধ্বে ওঠে সমগ্র মানব জাতির উন্নতি কামনা ঃ**

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ছিলেন উদার মানসিকতার অধিকারী। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস কিংবা সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা তিনি মানুষের কল্যাণ চিন্তা করেননি। তিনি সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে জেগে ওঠার আহবান জানিয়েছেন। যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে মানুষকে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার আহবান জানিয়েছেন। 'জীবন সাধনা' প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "তোমাদের ভিতর যে শক্তি আছে, সে শক্তিকে ভাড়া না দিয়ে স্বাধীনভাবে নিজের এবং জাতির মঙ্গলের পথে নিযুক্ত কর, সকল দেশের সকল জাতির মুক্তির পথই এই।" ৪৪

৪৪ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'মানব জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১০৫]

Dhaka University Institutional Repository



৪৫। **বিনয় ও নম্রতা দ্বারা মানুষের মন জয় করা ঃ**

বিনয় ও নম্রতা উন্নত হৃদয়ের পরিচয় বহন করে। এটাকে কখনো ছোট ও হীন মনে করা উচিত নয়। গোড়ামী ও উগ্রতা মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে ব্যক্তি ও সমাজে অশান্তি আনয়ন করে সমাজকে দুর্বিষহ করে তোলে। গোড়ামী ও উগ্রতা দ্বারা প্রভুত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব হলেও মানুষের হৃদয় জয় করা সম্ভব নয়। মোহাম্মদ লুৎফর রহমান গোড়ামী ও উগ্রতা পরিহার করে বিনয় ও নম্রতা দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করার আহবান জানিয়েছেন। তাই তো তিনি, 'উদ্ভত স্বভাব' প্রবন্ধে বলেন, "একটা বিরুদ্ধ কথা শোনামাত্রই উগ্র হয়ে উঠো না, একটু অপমানে স্বভাবকে উদ্ভত করে তুলো না – অপেক্ষা কর, ধৈর্য অবলম্বন কর – তোমার বিনয়ের জয় অবশ্যই আসছে।" ৪৫

৪৫ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশঙ্কর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৩২]

Dhaka University Institutional Repository



**উপন্যাসে বর্ণিত মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের জীবন ভাবনার প্রধান প্রধান দিক ঃ**

১। **নারী জাতির পশ্চাদপদতা ঃ**

জ্ঞান দ্বারা মানুষ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধের অধিকারী হতে পারে। মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য জ্ঞানের সহায়তা অপরিহার্য। জ্ঞানের দিক থেকে আমাদের নারীরা দরিদ্র, তাই মর্যাদায়ও এরা দরিদ্র। যেসব নারী অন্যের গলগ্রহ হয়ে জীবনধারণ করে তাদের কষ্টের সীমা থাকে না। অন্ধতা, মূর্খতা, সহায়শূন্যতা ও দারিদ্র্য আমাদের নারী সমাজকে অতি নীচু স্তরে নামিয়ে এনেছে। নারীকে তাই শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হয়ে নিজের মর্যাদাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। নারীকে স্বাধীনতা না দিলে তার মনের নীচতা ও সংকীর্ণতা ঘুচবে না। পুরুষ অপেক্ষা নারীর শিক্ষা বেশি দরকার। তাই মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "শিক্ষিতা নারীর জ্ঞান ও চরিত্রশক্তি জাতিকে অতি অল্প সময়ে শক্তি ও আত্মমর্যাদা জ্ঞান সম্পন্ন করে তুলতে পারে।" ২

[ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা - রবিশংকর মৈত্রী, 'রায়হান' উপন্যাস। পৃষ্ঠাসংখ্যা - ৪৪১]

২। **পবিত্র জীবন যাপনের সাধনা ঃ**

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরায়, আচার-ব্যবহারে সহজ সরল ও ন্যায়নিষ্ঠ হতে হলে মনের পবিত্রতা আবশ্যক। অন্যায় ও পাপ আমাদের পবিত্র জীবন যাপনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জ্ঞান মানুষকে কলুষমুক্ত জীবনের সন্ধান দেয় এবং মানুষের অন্তর্নিহিত পাশবিক শক্তির বিনাশ সাধন করে পূত পবিত্র জীবন গঠনে সহায়তা করে। আত্মার পবিত্রতা ব্যতীত ধর্মপালন হয় না। ফুলের মত নিজেকে পবিত্র করার চেষ্টা করতে হবে। তাই মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "যে মানুষ আত্মাকে শুদ্ধ ও পবিত্র করবার চেষ্টা না করে ধর্মকার্যে লিপ্ত হয় সে ভন্ড।" ২

২ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা - রবিশংকর মৈত্রী, 'রায়হান' উপন্যাস। পৃষ্ঠাসংখ্যা - ৪৪২]

৩। **বিশুদ্ধ ধর্ম পালনে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ঃ**

জ্ঞান শক্তি মানুষকে কোনকিছু সম্পর্কে সঠিক ও সম্যক ধারনা দিয়ে সে বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-চেতনা-বোধ-উপলব্ধির তথা দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা আনয়ন করে।

Dhaka University Institutional Repository



পক্ষান্তরে অজ্ঞতা থাকলে কোনকিছুই সঠিকভাবে পালন করা যায় না। ধর্মপালনও এর ব্যতিক্রম নয়। জ্ঞানের দ্বারা মনকে চাষ করতে না পারলে ধর্মপালন হয় না। তাই মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "না বুঝে লক্ষ লক্ষ পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করলেও কোনো লাভ হয় না।" ৩

৩ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশংকর মৈত্রী, 'রায়হান' উপন্যাস। পৃষ্ঠাসংখ্যা – ৪৩৮]

৪। **অসহায় মানুষের কল্যাণ সাধনেই জীবনের সার্থকতা নিহিত ঃ**

অপরের কল্যাণে নিজেকে উজাড় করে দেয়ার মধ্যেই নিহিত আছে জীবনের সার্থকতা। সদ্য ফোটা ফুল যেমন চারিদিকে তার অপার সৌন্দর্য বিলিয়ে দেয়, তেমনি এই পৃথিবীতে যারা মহান ব্যক্তি তাঁরা অপরের কল্যাণের জন্য নিজের মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করে এক অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করেন। মোহাম্মদ লুৎফর রহমান মানুষের হৃদয় বেদনাকে উপলব্ধি করে স্নেহ ও ভালবাসা দ্বারা সুস্থ জীবন যাপনের জন্য ধর্ম ও সমাজকে আহবান জানিয়েছেন। 'পথহারা' উপন্যাসে লেডী ডাক্তার সরযু বলেন, "আমার সঙ্গে যেতে রাজী আছ। তোমার চিকিৎসা হবে। তোমার সুখ ফিরে আসবে। বল, যেতে রাজী আছ। আমি তোমার জননী হলাম।" ৪

৪ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশংকর মৈত্রী, 'পথহারা' উপন্যাস। পৃষ্ঠাসংখ্যা – ৩৯৮]

৫। **অপরাধ ও পাপের জগত হতে ফিরে আসার আহবান ঃ**

কোন মানুষই পাপী হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহন করে না। সার্বিক পরিস্থিতিই তাকে পাপ কাজে লিপ্ত করে পাপী বানায়। জীবনের এই বাস্তব পরিস্থিতি মোকাবিলা করেই মানুষকে বাঁচতে হয় এবং তার জীবনকে এর মধ্যে সমন্বয় করে বিকশিত করে তুলতে হয়। মোহাম্মদ লুৎফর রহমান যে কোন অবস্থায় মানুষকে অপরাধ ও পাপের জগত থেকে সত্য, সুন্দর, সহানুভূতি ও সহযোগিতার জগতে প্রবেশ করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। 'পথহারা' উপন্যাসে 'মুন্নী' চরিত্রটি তার বাস্তব প্রমাণ। 'পথহারা' উপন্যাসের মুন্নী কহিল, "ইহা ধর্ম মন্দির নয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু মহাশয়! স্মরণ করিবেন ইহা প্রেমেরও স্থান নহে। এখানে দিবারাত্র বাসনার আগুন জ্বলে। আপনি মনে করিতেছেন আপনার প্রস্তাবে আমি আত্মহারা হইব, তাহা কখনো নহে।" ৫

৫ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশংকর মৈত্রী, 'পথহারা' উপন্যাস। পৃষ্ঠাসংখ্যা – ৩৫২]

Dhaka University Institutional Repository


৬। **নারীর বিবাহিত জীবন ঃ**

'প্রীতি উপহার' উপন্যাসে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ননদ হালিমা ও ভাবী কুলসুমের পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যমে কিভাবে একটি সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে উঠতে পারে তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বিবাহিতা নারীকে স্বামীর বাড়ির লোকজন তো আছেই, পাড়া প্রতিবেশীদেরকেও আপন করে নিতে হবে। তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সাথী হতে হবে। বাপের বাড়ীর খামখেয়ালী স্বভাব সকলের আগে ত্যাগ করতে হবে। কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব থাকতে পারবেনা। পিতা-মাতা মেয়ের আবদার, জেদ সহ্য করতে পারে। শ্বশুর বাড়ীর লোকজন তা কখনোই সহ্য করবেনা, বরং বউকেই (নারীকেই) তাদের আবদার সহ্য করতে হবে। বউকেই শ্বশুর বাড়ীর লোকদের উচ্ছৃঙ্খলতা সহ্য করে নতুন পরিবেশকে মানিয়ে নিতে হবে। স্বামীকে যেমনভাবে আপন মনে করবে, শ্বশুর-শাশুড়িকেও তেমনি আপন মনে করে ভালবাসতে হবে। শাশুড়িকে নিজের মায়ের মত মনে করলে অনেক সমস্যাই কেটে যায়। দেবর-ননদকে সহোদর ভাই-বোন মনে করলে কোন সমস্যাই থাকে না। নারীকে বাবার বাড়ীর ইতিহাস ভুলে স্বামীর বাড়ির লোকদের সাথে মনে প্রাণে মিশে যেতে হবে। এতে সাংসারিক জীবনে নারী শান্তি পাবে এবং সংসার হতে অশান্তি বিশৃংখলা দূর হবে। বাইরের রূপের গৌরব স্ত্রীলোকের সাজে না, বাইরের রূপ ক'দিন থাকে? রূপ থাকলেও স্বামীর চোখে দুই এক বছরের মধ্যে তার ঔজ্জ্বল্য, মাদকতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই রূপের গৌরব না করে সর্বাঙ্গকরণে স্বামীর সেবার করার জন্য নারীকে সচেষ্ট থাকতে হবে। অপরিমিত ব্যয় করা যাবে না। দামী খাট পালঙ্ক কিনে বিলাসিতার পরিচয় দিতে গিয়ে অনেক পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সহমর্মী ও সহযোগী হলে পরিবারে অনাবিল শান্তি ও আনন্দ চলে আসবে।

'প্রীতি উপহার' উপন্যাসে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "মেয়েছেলেকে নিজের মা অপেক্ষা স্বামীর মাকেই বেশী করে আপন মনে করতে হবে এবং সম্ভব মত তাঁর কষ্ট দূর করতে হবে।" [৬]

[৬] [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশংকর মৈত্রী, 'প্রীতি উপহার' উপন্যাস। পৃষ্ঠাসংখ্যা – ২৭৭]

৭। **পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন ঃ**

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা মনকে সুন্দর ও সুখী করে তোলে। প্রত্যেক ধর্মই পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। ব্যবহারের কাপড়গুলোকে সর্বদা পরিস্কার করে পরিধান করতে হবে। নোংরা বিছানা, বালিশের ওয়াড় সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

Dhaka University Institutional Repository



আসবাব-পত্র, থালা, বাটি, বাসনপত্র ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। বাসার কাজের মেয়েটিকেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার তাগিদ দিতে হবে। বিছানাপত্র অযত্নে পোটলার মত ফেলে রাখা যাবে না। যেসব ছোট বাচ্চারা বিছানায় প্রস্রাব করে তাদেরকে দামী বিছানা দেবার দরকার নাই। যথাস্থানে জিনিসপত্র রাখতে হবে এবং ছেলেমেয়েদেরকেও যথাযথ স্থানে কাপড়-চোপড়, জুতা, জামা রাখার তাগিদ দিতে হবে। 'প্রীতি উপহার' উপন্যাসে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "কথায়, মনে, ব্যবহারে, কাজে-কর্মে সব জায়গায় পরিষ্কার হওয়াই ভালো লোকের কাজ।" ৭

৭ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা - রবিশংকর মৈত্রী, 'প্রীতি উপহার' উপন্যাস। পৃষ্ঠাসংখ্যা - ২৮৪]

৮। **শালীনতা রক্ষা করতে হবে ঃ**

পোশাকে, ব্যবহারে শালীনতা রক্ষা করতে হবে। যেখানে যে রকম পোশাক মানায়, সে রকম পোশাক পরিধান করা উচিত। আত্মীয়-অনাত্মীয়, মুরুব্বী সকলের সাথে যথোপযুক্ত ব্যবহার করতে হবে। অশালীন পোষাক, অভদ্র ব্যবহার মানুষকে নিম্নস্তরে পৌছে দেয়। ভদ্র পোশাক ও উত্তম ব্যবহার দ্বারা মানুষ সকলের নিকট সম্মানিত হয়। 'প্রীতি উপহার' উপন্যাসে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "অশালীন পোশাক ছেড়ে আমাদের ভদ্র পোশাক পরাই উচিত।" ৮

৮ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা - রবিশংকর মৈত্রী, 'প্রীতি উপহার' উপন্যাস। পৃষ্ঠাসংখ্যা - ২৮৯]

৯। **বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে ঃ**

অভ্যাস ভয়ানক জিনিস। একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন। অভ্যাসকে ত্যাগ করতে হলে কঠিন সাধনার প্রয়োজন। আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে নিজের বদ অভ্যাসগুলোকে ত্যাগ করার সাধনা করতে হবে। সাধনার ক্রমোন্নতিতে বদ অভ্যাসকে ত্যাগ করা সম্ভব। যেমন, প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ সকালে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়া। এটা না করে যারা দেরী করে ঘুম থেকে ওঠে, তাদের উচিত সকালে তাড়াতাড়ি ওঠার চেষ্টা করা। আস্তে আস্তে অল্প অল্প সময় নিয়ে সাধনা করলে, একদিন তার সকালে ওঠার অভ্যাস হবে এবং নিয়মিত নামাজ পড়তে পারবে। এভাবে সবপ্রকারের বদ অভ্যাস ত্যাগের সাধনা করতে হবে। 'প্রীতি উপহার' উপন্যাসে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "অনেক নোংরা মেয়ের পাছার কাপড় ও আঁচলে হাত মোছবার অভ্যাস আছে। কোমরে একখানা রুমাল গুঁজে রাখাও মন্দ নয়।" ৯

Dhaka University Institutional Repository


৯ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশংকর মৈত্রী, 'প্রীতি উপহার' উপন্যাস। পৃষ্ঠাসংখ্যা – ২৮৯]

**১০। রূপের নেশা মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে ঃ**

নারীর রূপ প্রত্যেক পুরুষকেই আকৃষ্ট করে। নারীর রূপের মোহে পুরুষের বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়। রূপের নেশায় অন্ধ হয়ে পুরুষেরা যে কোন ধ্বংসাত্মক অপকর্মে লিপ্ত হতে পারে। নারীর রূপের নেশায় অন্ধ হয়ে পৃথিবীতে অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ইতিহাসে ট্রয় নগরী ধ্বংসের পিছনেও নারীর রূপের মোহ। 'রানী হেলেন' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হেলেনের রূপই ট্রয় নগরী ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। মোহাম্মদ লুৎফর রহমান 'রানী হেলেন' উপন্যাসে বলেন, "এই সময় যুবক পেরিস ক্রোধে মেনেলাসকে শুনিয়ে বললেন – যে রত্ন আমি হাতে পেয়েছি তাকে কিছুতেই ছাড়বো না। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও , তবে দেরী না করে নগরের সীমা ত্যাগ করে বাড়ী চলে যাও।" ১০

১০ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশংকর মৈত্রী, 'রানী হেলেন' উপন্যাস। পৃষ্ঠাসংখ্যা – ৪১১]

**১১। সন্তানদের সাংসারিক কাজকর্ম শিক্ষাদান ঃ**

তুমি যত বড়লোকই হও না কেন, নিজের ছেলেমেয়েদেরকে কাজে লাগিয়ে দাও। বিশ বছরের আগে সন্তানদের কোনমতেই বিলাসী জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে দিও না। একেবারে মোটা বস্ত্র, মোটা চাল, কঠিন শয্যা দ্বারা তাদের অভ্যস্ত করাও। সাংসারিক সমস্ত কার্য যেমন ঃ গো–সেবা, গাভী দোহন, ঘর–দ্বার ঝাঁট দেওয়া, রান্না, পানি তোলা, ধান বের করা, চাল প্রস্তুত করা, রৌদ্রে দেওয়া, বাগানের কাজ, কাপড় ধোয়া, কাঠ চেলাই করা, বাঁশ ফাড়া, বেড়া বাঁধা, গাছ লাগান প্রভৃতি গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা, রোগীর সেবা ইত্যাদি কাজ করাতে হবে। 'বাসর উপহার' উপন্যাসের 'গৃহস্থালী' প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "সমস্ত সাংসারিক কার্যে যত বড় লোকই তুমি হওনা, ছেলেমেয়েদেরকে কাজে লাগিয়ে দাও। খবরদার, একটু সংকোচ করো না। পরিশ্রম ও কাজের ভার দিয়ে তাদেরকে লোহার মত শক্ত করে তোল।" ১১

১১ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশংকর মৈত্রী, 'বাসর উপহার' উপন্যাস। পৃষ্ঠাসংখ্যা – ২০২]

Dhaka University Institutional Repository



**১২। সংসারে শান্তি রক্ষায় স্বামী-স্ত্রীর করণীয় ঃ**

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসবে। একে অপরের মঙ্গল কামনায় সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছাড়া সংসার সুখের হয় না। স্ত্রীকে স্বামীর বাবা-মা, ভাই-বোনকে নিজের বাবা-মা ও সহোদর ভাই-বোনের মত মনে করবে। শ্বশুর-শাশুড়িকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করবে। স্বামীর উচিৎ স্ত্রীকে সম্যকভাবে বোঝা, অযথা দোষ না ধরা। 'বাসর উপহার' উপন্যাসে 'স্বামীর দুঃখ' প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "স্বামীর পক্ষে নিরন্তর পত্নীর দোষ-ত্রুটি ধরা পড়াই অভদ্রতা।" ১৮

১৮ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা - রবিশংকর মৈত্রী, 'বাসর উপহার' উপন্যাস। পৃষ্ঠাসংখ্যা - ১৮৬]

**১৩। বিবাহিত জীবনে মাতৃ-পিতৃ ভক্তি ঃ**

বিবাহিত ছেলেকে নিজের মা-বাবাকে শ্রদ্ধা ও সেবা করতে হবে। অসুস্থ মা-বাবা থাকলে তাদের সেবা ছেলেদের নিজের হাতে করতে হবে। কোন অবস্থাতেই স্ত্রী ব্যতীত অন্য লোক দ্বারা বাবা-মায়ের সেবা করানো যাবে না। অতিমাত্রায় পিতৃ-মাতৃভক্তি যেন স্ত্রীকে তার ন্যায্য অধিকার ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত না করে। 'বাসর উপহার' উপন্যাসের 'বৃদ্ধ মা-বাপ' প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "কোনো কোনো বাড়ীতে বুড়ো মা-বাপের বড় কষ্ট হয়, বুড়াকালে মানুষ শিশুর মতোই নিঃসহায় হয়। শিশুকে যেমন লালন-পালন করতে হয়, তাদেরকেও ঠিক তেমনি পালন করতে হবে।" ১৯

১৯ [ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা - রবিশংকর মৈত্রী, 'বাসর উপহার' উপন্যাস। পৃষ্ঠাসংখ্যা - ২৬৪]

Dhaka University Institutional Repository



**শেষ কথা ঃ**

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, মানুষের মধ্যে দু'টি সত্তা বিদ্যমান – একটি জীবসত্তা আর অপরটি মানবসত্তা। এই দুটি সত্তাকে একটি দোতলা ঘরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচতলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব উপরের তলা। জীবসত্তার কাজ প্রাণধারণ, আত্মরক্ষা ও বংশ রক্ষা। কি করে নিজে বাঁচা যায় ও সন্তান সন্ততিদের বাঁচিয়ে রাখা যায়, সে চিন্তায় সে অস্থির থাকে। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে যাবার মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা ও জ্ঞান দ্বারা মানুষ সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও হীনতার উর্ধ্বে উঠে মানবিক মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্ব লাভ করে। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের চোখ বাড়ানো বা চিন্তা চেতনা বোধ উপলব্ধির প্রসারতা আনয়ন করা। শিক্ষার বদৌলতে মানুষ আত্মকেন্দ্রিকতার বলয় থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর জনসমাজের কল্যাণ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে শেখে এবং পরার্থে নিজেকে বিলিয়ে দিতে শেখে। আর তখনই মানব প্রেম তথা মনুষ্যত্বের জন্ম হয়।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন যে, জ্ঞান মানুষের শক্তির অন্যতম মূল উৎস। তিনি বলেন, মনুষ্যত্ব লাভের পথ – জ্ঞানের সেবা। জীবনের সকল অবস্থায় – সকল সময়ে আহার্যের মতো মানুষের পক্ষে জ্ঞানের সেবা করা প্রয়োজন। ... ... ... জাতিকে শক্তিশালী, শ্রেষ্ঠ, ধনসম্পদশালী, উন্নত ও সুখী করতে হলে শিক্ষা ও জ্ঞান বর্ষার বারিধারার মতো সর্ব সাধারণের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করতে হবে। ... ... দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে ইচ্ছা করলে, সাহিত্যের সাহায্যেই তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে তার মধ্যে এইটিই প্রধান ও সম্পূর্ণ। মোহাম্মদ লুৎফর রহমান মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মনুষ্যত্ব লাভের মধ্যে মানব জীবনের কল্যাণকে চিহ্নিত করেছেন। কেননা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ চিন্তা-চেতনা-বোধ-উপলব্ধির প্রসারতা আসে।

ফলে সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠে সে মহামানবে পরিনত হয়। তাঁর কর্মকান্ড সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতাকে অতিক্রম করে প্রকৃত মানব কল্যাণে ব্যয়িত হয়। মানব সত্তা সমাজ ও রাষ্ট্রে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে জীবনকে সুখময় করে তোলে। সমাজ থেকে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বার্থপরতা দূরীভূত হয়ে গড়ে ওঠে সত্য, সুন্দর, ন্যায় ও যুক্তিনিষ্ঠ সামাজিক কাঠামো। ত্যাগ ও সুদূর প্রসারী চিন্তা-ভাবনার দ্বারা মোহাম্মদ লুৎফর রহমান মানব জীবনকে উদার ও সত্যনিষ্ঠ পথে চালিত করতে চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি বলেছেন, "শিক্ষা, চরিত্র ও জ্ঞান মানুষ ও পরিবারকে সম্মানী করে, অর্থে সম্মানে সব দিক থেকেই বড় করে। মানুষ যখন মূর্খ ও চরিত্রহীন হয়ে পড়ে তখন প্রভুত্ব ও সম্মান থাকে না।"

[ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশংকর মৈত্রী, 'উন্নত জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের আসন – নিজের শক্তি সাধনা' প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৯]

Dhaka University Institutional Repository



পৃথিবী সৃষ্টির পর হতে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষকে সুপথে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য, পাপ ও অন্যায় কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখার জন্য। অথচ আমরা দেখছি ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক উগ্রতা দ্বারা এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের লোককে ঘৃণা করে, এমনকি হত্যাও করে। প্রত্যেক ধর্মেই আছে শান্তির কথা, সাম্যের কথা, ভ্রাতৃত্বের কথা ও পারস্পরিক সহযোগিতার কথা। এমনকি প্রত্যেক ধর্মেই বলা হয়েছে পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়। আমরা দেখছি, সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও বর্ণ দ্বারা মানুষেরা অন্ধ হয়ে অপর মানুষের ক্ষতি করতে দ্বিধাবোধ করে না, হত্যার মতো জঘন্য কাজ করতে পিছপা হয় না। মানুষকে হত্যার মধ্যে তারা পুণ্য খোজে।

মানুষকে হত্যা ও ঘৃণার মধ্যে কি পুণ্য থাকতে পারে তা মুক্ত বিবেক খাটিয়ে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়। অন্ধ ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানী সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মানুষেরা প্রকৃত সত্যকে চিনতে পারে না, বুঝতে পারে না। উগ্রতা নয়, বিনয় ও নম্রতা দ্বারাই মানুষের মনকে জয় করা যায়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আবুল হোসেন সম্পাদিত 'শিখা' পত্রিকার উপরে লেখা থাকত "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" ধর্মীয় উগ্রতা দ্বারা আড়ষ্ট ব্যক্তির মধ্যে ভাল-মন্দ হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তাদের মনুষ্যত্ব ধ্বংস হয়ে যায়।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ধর্ম ও বর্ণের উর্ধ্বে উঠে উদার মানসিকতার বিকাশ প্রত্যাশা করেছেন। লেখকের মন উদার ছিল, তাই অনেক শাশ্বত সত্যবাণী প্রাণের জোর দিয়ে বলতে পেরেছেন।

"ধর্ম জীবন" প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "সত্যের জন্য – ন্যায়ের জন্য দুঃখ সহ্য কর। ইহাই এবাদত। ইহারই নাম ঈশ্বর উপাসনা। ওষ্ঠের আবৃত্তিতে কি ঈশ্বর অর্চনা হয়?"

[ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশংকর মৈত্রী, 'ধর্ম জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১১৮]

"রায়হান" উপন্যাসেও মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "যে মানুষ আত্মাকে শুদ্ধ ও পবিত্র করবার চেষ্টা না করে ধর্মকার্যে লিপ্ত হয় সে ভন্ড।"

[ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশংকর মৈত্রী, 'রায়হান' উপন্যাস, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৪৪২]

মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের মতে, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এবং বিবেকবান জীব হিসেবে মানুষের মধ্যে ত্যাগ, ক্ষমা ও সহনশীলতা থাকা উচিত। মানুষ যদি মানুষের জন্য নিজের স্বার্থত্যাগ করে অপরের কল্যাণ সাধন না করতে পারে, তাহলে মানুষের সাথে অন্যান্য জীবের পার্থক্যটা কোথায়? সংকীর্ণ ও স্বার্থপর মানুষের মন কখনো

উদার ও ন্যায়-নীতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। না বুঝে অন্যায় করলে বিবেকবান প্রাণী হিসেবে মানুষকে ক্ষমা করা উচিত। ক্ষমা পেলে পাপীর মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে সমাজের মঙ্গলের জন্য অবদান রাখতে পারে। ক্ষমা না করে ধ্বংস করা হলে মানুষের ভালো হওয়ার সুযোগটা বন্ধ হয়ে যায়। সহনশীলতা বা ধৈর্য না থাকলে বিপদকে / সংকটকে স্বাভাবিক ও সুস্থ উপায়ে মোকাবেলা করা সম্ভব হয় না। 'অধ্যবসায়, পরিশ্রম, বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা' প্রবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "ডালটনকে লোকে প্রতিভাবান বলতো। তিনি অস্বীকার করে বলতেন – পরিশ্রম ছাড়া আমি কিছু জানি না। পরিশ্রম, পর্যবেক্ষণ ও সহিষ্ণু সাধনার সম্মুখে কিছু অসম্ভব নয়।"

[ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা – রবিশংকর মৈত্রী, "উন্নত জীবন" প্রবন্ধ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৪]

ব্যক্তি জীবনকে আর্দশায়িত করে কল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার মূলমন্ত্র এবং ধর্মীয় গন্ডীর উর্ধ্বে উঠে নিখিল মানব জাতির কল্যাণধর্মী চিন্তাই মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের মনকে চালিত করেছিল। তাঁর মতে, পৃথিবীতে মানুষের জন্ম একবারই। তাই তিনি বলেছেন, "জীবনকে যে কোন উপায়ে সার্থক করে তুলতে হবে এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে হিংসা বিদ্বেষের উর্ধ্বে উঠে উদার, স্বাভাবিক ও আনন্দময় জীবন যাপন করতে হবে।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের প্রবন্ধ সহজ কিন্তু ভাবগম্ভীর। মানুষকে উন্নত জীবনের পথে এবং মহৎ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁর প্রবন্ধরাজি উপদেশ মূলক। চিন্তাশীল এবং যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। সবশেষে আমি বলতে চাই, মোহম্মদ লুৎফর রহমান সারা জীবন সত্য, ন্যায়, সুন্দর ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সবকিছুকে বিচার করতে চেয়েছেন। ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ চিন্তাই তাঁর মনকে সারাক্ষণ তাড়া করেছে। অসাম্প্রদায়িক, মানবদরদী এবং সত্য রক্ষায় শহীদ এই লেখককে নিয়ে আরও বড় রকমের কাজ হবে এটাই দেশবাসীর আশা। এ সম্বন্ধে ডক্টরেট পর্যায়ে কেউ গবেষণায় নেমে কলকাতা ও সম্ভাব্য সকল স্থানে তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা ও গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ দেখে পূর্ণ তথ্য দেবেন এই হবে আমার প্রস্তাব।

Dhaka University Institutional Repository



**সহায়ক গ্রন্থ সমূহ ঃ**


১। ডাঃ লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, সম্পাদনা ঃ রবিশংকর মৈত্রী, প্রকাশকাল – বইমেলা–২০০০, প্রকাশক – সালমা বুক ডিপো, ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০।

২। লুৎফর রহমান রচনাবলী (প্রথম খন্ড), সম্পাদনা – ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, প্রকাশকাল (প্রথম) – অক্টোবর, ১৯৮৭; প্রকাশক – আহমদ পাবলিশিং হাউস।

৩। লুৎফর রহমান রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড), সম্পাদনা – ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, প্রকাশকাল (প্রথম) – অক্টোবর, ১৯৮৭; প্রকাশক – আহমদ পাবলিশিং হাউস।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ (আধুনিক যুগ), আজহার ইসলাম, দ্বিতীয় সংস্করণ – ১৯৮৮, আইডিয়ান লাইব্রেরী, ঢাকা।

৫। রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা
সমকালের দর্পণে
লেখক – মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, প্রকাশ কাল – ডিসেম্বর, ১৯৯১, প্রকাশক – বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৬। মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র (১৮৩১–১৯৩০), লেখক – আনিসুজ্জামান, প্রকাশকাল – নভেম্বর, ১৯৬৯, প্রকাশক – বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭। বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, সম্পাদনা – সেলিনা হোসেন, নুরুল ইসলাম; প্রথম প্রকাশ – জুন, ১৯৮৫; প্রকাশক – বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৮। সাহিত্য সংস্কৃতির উদার প্রান্তরে, লেখক – ডঃ মাঈদ–উর–রহমান, প্রথম প্রকাশ – এপ্রিল, ২০০২; প্রকাশক – মৌলি প্রকাশনী।

৯। লুত্ফর রহমান রচনাবলী (১ম খন্ড), সম্পাদনা – আবদুল কাদির, প্রকাশ কাল – ১৯৭২, প্রকাশক – বাংলা একাডেমী, ঢাকা।